لا إله إلا الله محمد رسول الله

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
বর্তমান খলীফা ও ইমাম
হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) কর্তৃক

মুবাহালার পুনর্ঘোষণা

সম্বলিত জুমুআর খুৎবা
ও
প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
বর্তমান খলীফা ও ইমাম
হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) কর্তৃক

মুবাহালার পুনর্ঘোষণা

সম্বলিত জুমুআর খুৎবা
ও
প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল ঃ রমযান – ১৪১৮
ঃ পৌষ – ১৪০৪
ঃ জানুয়ারী – ১৯৯৮

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্, ঢাকা

বিষয়-সূচী

১। প্রাসঙ্গিক কথা ৩
২। মুবাহালার পুনর্ঘোষণা ৫
৩। মুবাহালার বিস্ময়াতীত ঈমানবর্ধক কিছু ফলাফল ও ২৩
৪। জামাতের অনন্য সাফল্য ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ২৮
৫। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে মৌলানা উবায়দুল হক সাহেব সহ আহ্মদীয়া-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলেমদেরকে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ ২৯

প্রাসঙ্গিক কথা

সত্যের বিরোধিতা যখন চরমে পৌঁছে যায় এবং বিরুদ্ধবাদীরা যখন কোন প্রকার দলিল-প্রমাণ দ্বারা সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের পথে আসে না এবং মিথ্যারোপ, কুৎসা রটনা, কুফরী ফতোয়া প্রদান এবং যুলুম-নির্যাতনে বেড়ে যায় তখন কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে ঐশী মীমাংসার জন্যে শরীয়তে ইসলামীয়ার মধ্যে রয়েছে মুবাহালা বা দোয়ার যুদ্ধের ব্যবস্থা। বর্তমানে বাংলাদেশে আহমদী বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। এখানকার কতিপয় ধর্মীয় গোষ্ঠি ও দল পাকিস্তানী কায়দায় রাজনৈতিক মতলব হাসিলের লক্ষ্যে আহমদী বিরোধী একটি অ-ইস্যুকে ইস্যু বানানোর লক্ষ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছে। তারা সম্মেলন মহাসম্মেলন করে যখন জনগণ থেকে যথাযথ সাড়া পাচ্ছে না তখন তারা সরকারকে দিয়ে আহমদী মুসলমানদেরকে অন্যায়ভাবে অমুসলমান ঘোষণা দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এরই এক পর্যায়ে গত ১৪/১১/৯৭ তারিখে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব মুবাহালা ও মুবাহাসার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বলে পত্র-পত্রিকায় খবর এসেছে। তিনি কতক শর্তও আরোপ করেছেন। আমরা মনে করি এসব শর্তাবলী মুবাহালার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) পূর্বাহ্নেই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ রেখেছেন। সেই মুবাহালার পুনর্ঘোষণা সম্বলিত ১০ জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং তারিখের খুৎবা এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবসহ আমাদের বিরুদ্ধবাদী সকল বাংলাদেশী উলেমা ও ব্যক্তিবর্গকে সুস্পষ্টভাবে খুৎবার বিবরণ অনুযায়ী মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মাধ্যমে ঐশী নিদর্শন দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

এতদ্‌সঙ্গে মুবাহালার ফলে সংঘটিত কতিপয় ঐশী নিদর্শনের ঘটনাও পেশ করা হলো। আশা করি সত্যান্বেষী সকল শ্রেণীর দেশবাসী এথেকে শিক্ষা নিবেন ও উপকৃত হবেন।

আমরা ফিতনা ফাসাদের পথ পরিহার করে ঐশী পদ্ধতিতে সকলকে সত্য উপলব্ধি করার ও গ্রহণ করার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

তারিখ ঃ ১০/১২/৯৭ইং

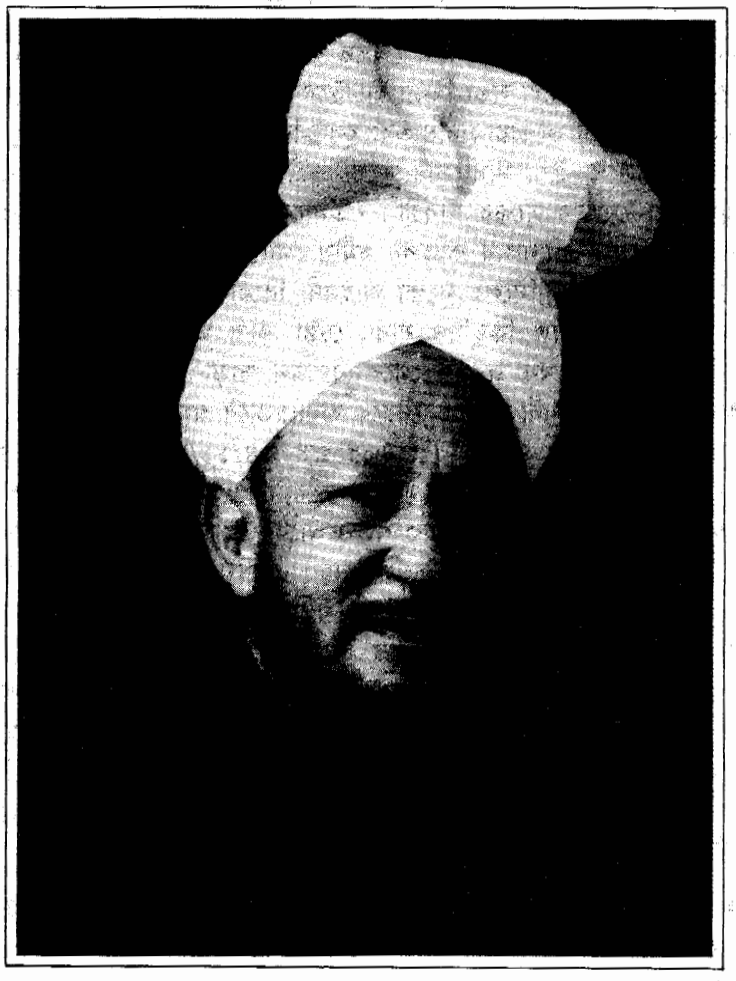

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান (চতুর্থ) খলীফা ও ইমাম
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইয়া দাহুল্লাহুতা'লা বেনাস্‌রিহীল আযীয)।

'মুবাহালা'র পুনর্ঘোষণা

হে খোদা! ঐ সকল ফেরাউনদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন কর, যারা ক্রমাগত অহঙ্কার, দম্ভ ও মিথ্যাচারিতায় পূর্বের চেয়েও অধিকমাত্রায় বেড়ে গিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ দিতে শুরু করেছে এবং যুলুম অত্যাচার ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত হচ্ছে না।

একশ' বছর পূর্বে লেখরাম চরম শিক্ষণীয় ঐশী নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল, আজ একশ' বছর পর আবার লেখরামদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার জন্য আপনাদেরকে আমি দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:) ১০ জানুয়ারী '৯৭ লন্ডনস্থ মসজিদে-ফযল-এ প্রদত্ত জুমুআর খুৎবায় তাশাহ্হুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর সূরা বাকারার ১৮৬ ও ১৮৭ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْ
دُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ
عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝

অতঃপর হুযুর বলেনঃ- এ আয়াতসমূহ রমাযান প্রসঙ্গে বহুবার (পূর্বেও) পাঠ করা হয়েছে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে। আজ আবারও এরূপ এক শুক্রবার, যা রমাযান সংলগ্ন জুমুআর দিন। অর্থাৎ আগামীকাল থেকে রমাযানুল-মুবারক আরম্ভ হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষতঃ শেষোক্ত আয়াতটির সূত্রে আমি এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে জামাতের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করতে চাই। এর ওয়াদা রমাযান প্রসঙ্গে মুমেন-মুসলমানদেরকে দান করা হয়েছে এই বলে যে, যখনই আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে – 'সায়ালাকা' – (হে মুহাম্মদ!) তোমার কাছে, তখন আমি তো নিকটেই থাকি বা রয়েছি। "উজীবু দা'ওয়াতাদ্ দায়ে ইযা দায়ানে" – যখন কোন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে (বা কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা করে) তখন আমি তার আহ্বানে ও প্রার্থনায় সাড়া দেই। "ফাল্‌ইস্‌তাজিবূলি" – তাদের উচিত তারা যেন আমার নির্দেশে সদা ইতিবাচক সাড়া দেয়। কখনও প্রথমের শর্তটি শেষে বর্ণিত হয়, ফলকে যুক্ত করে লেখা হয়, অর্থাৎ দু'টির মাঝে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকে। আমি তো সাড়া দেই, দিতে থাকবো, তবে তোমরাও দিও যদি উহার অধিকারী হতে চাও। অর্থাৎ আমি যে সমস্ত শিক্ষা তোমাদের দিয়েছি তা পালন করো। যে পথ দেখিয়েছি তাতে পরিচালিত হও, তবেই না তোমরা তোমাদের ডাকে আমার সাড়া পাবে। ওরূপই আমি করে থাকি, চিরকাল করে এসেছি। –এই হচ্ছে আয়াতটির বিষয়-বস্তু।

"ইযা সায়ালাকা ইবাদি আন্নি ফা-ইন্নি করীব"– এখানে 'ইবাদি' (–আমার বান্দাগণ) শব্দটিতে উক্ত বিষয়-বস্তুর চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে। নচেৎ, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক রয়েছে যারা খোদাকে ডাকে, বাহ্যতঃ কুরআন মেনে চলে; কিন্তু তারা কোন

জবাব পায় না। সুতরাং 'ইবাদি' বলতে এখানে বিশেষতঃ ওটাই বুঝায় – যা এ বাক্যটিতে বলা হয়েছে এই মর্মে যে, 'আমি ঐ সব বান্দাদের দোয়ায় সাড়া দেই যারা কার্যতঃ আল্লাহ্‌র আব্দ বা অনুগত দাসে পরিণত হয়।' যারা গয়র-আল্লাহ্‌কে (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে) সর্বতঃ অস্বীকার করে। যারা আল্লাহ্‌র শিক্ষামালা পালন করে এবং যখন তিনি যা আহ্বান করেন, তখন তারা তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। অতএব, এ আয়াতটি হচ্ছে আমাদের ইবাদতের পরিচিতিস্বরূপ, আমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদে' পরিগণিত হয়েছি কি না তার মাপকাঠি। সুতরাং আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতে যদি বিপুল সংখ্যায় ওরূপ লোক মজুদ থাকেন, যারা ইবাদতের ঐ শর্তটিতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হন, যাদের দোয়ার জবাবে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, হ্যাঁ, তোমরা যেমন আমার সকাশে হাযির থাক, তেমনি আমিও তোমাদের সহায়তায় হাযির আছি। তোমাদের সকাতর প্রার্থনা গ্রহণের জন্য মজুদ রয়েছি। 'করীব' শব্দটির অর্থ এই যে, তিনি কোথাও দূরে নন, বরং কাছেই আছেন। যাদের সাথে আল্লাহ্‌তাআলা ওরূপ ব্যবহার করেন, তাদের জন্য শুভ সংবাদ যে, তারাই আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আল্লাহ্‌র 'ইবাদ' বা বান্দাগণের এ সংজ্ঞাই দেয়া হয়েছে আলোচিত আয়াতটিতে।

"ওয়াল ইউমেনুবি লায়াল্লাহুম ইয়ার্‌শুদূন" – –'এবং তারা আমাতে ঈমান আনুক'। অথচ ঈমান আনয়ন 'ইবাদ' হিসাবে গণ্য হবার আগের বিষয়-বস্তু, এটাকে সবার শেষে রাখা হয়েছে। এর কারণ এই যে, ঐ বান্দারা যারা তাদের প্রার্থনার জবাব পায় না, তাদের ঈমানও অন্তঃসারশূন্য আর উহা দূরবর্তী ঈমান অর্থাৎ কেবল শ্রুত ঈমান। কিন্তু যাদের কাছে আড়াল থেকে জবাব এসে যায়, তাদের ঈমান অসাধারণ উন্নতিলাভ করে (তাতে গতিসঞ্চার হয়)। তারা জানে যে, ভেতরে (অন্তরালে) কেউ আছেন। অতএব, "ওয়াল ইউমেনূবি" – এর অর্থ এ নয় যে, তোমরা আগে ঈমান আনয়ন ব্যতিরেকে তাঁর 'ইবাদ'–বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ঈমান এনেই তোমরা তাঁর ইবাদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে এরূপ ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, যাদের ডাকে আল্লাহ্ সাড়া দিয়ে থাকেন। সুতরাং উক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, "তারা যেন আগের চেয়েও অধিক অনুপ্রাণিত হয়ে আমাকে ডাকে, আমার নির্দেশে সাড়া দেয় – আমাতে অনড়-অটল-সত্যিকার ঈমান আনে। যেমন, সূর্য যখন উদিত হয় তখন তাতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অতএব, আমি যখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেই, তোমাদের প্রার্থনার জবাব দেই তখন তোমাদের ঈমানে উন্নতি ও গতিসঞ্চার হওয়া আবশ্যকীয়। তারপর তোমরা হেদায়াতের সেই পথে ধাবিত হবে, যা প্রকৃত ও চিরস্থায়ী হেদায়াতের পথ।"

অতএব, আসুন এই রমাযানেও আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, যেন আমরা এ আয়াতের যথার্থ প্রতীক হতে পারি, আমাদের মধ্যে যেন এর স্বার্থক প্রতিফলন ঘটে এবং রমাযান অতিক্রান্ত হবার আগেই সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তাঁর 'ইবাদ'-এর মধ্যে পরিগণিত করেন – তাঁর নিদর্শনাবলী আমাদের কাছে প্রকাশিত করেন। আমাদের দোয়াসমূহ কবুল করেন। এরূপে কবুল করেন যেরূপে কাউকে আহ্বান করায় সে যখন জবাব দেয় তখন আর তার নিকট সন্দেহের কোন অবকাশ

থাকে না। তারপর আমাদের ঈমান যেন আরও বেড়ে যায় এবং হেদায়াতের নিত্যনতুন উন্নতির পথে আমাদের পরিচালিত হবার সৌভাগ্য ঘটে। ওরূপ দোয়ার মাধ্যমেই এই রমাযানুল-মুবারকে আমাদের প্রবেশ করা উচিত।

বস্তুতঃ এই রমাযান কয়েক দিক দিয়েই এক বরকতময় রমাযান এবং ইহা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিশেষ নিদর্শনের ধারক ও বাহক হবে এই রমাযান। যেহেতু আজই রমাযানের প্রথম দিনটি উদিত হতে যাচ্ছে এবং দিন-তারিখের দিক দিয়ে আজ মাসের ১০ তারিখ এবং শুক্রবারও, যা হচ্ছে Friday the 10th, যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে দিব্যদর্শনে জানিয়েছিলেন যে, উহা বার বার সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসতে থাকবে অতএব আজ Friday the 10th, রমাযানের সাথে যুক্ত হয়ে উদিত হয়েছে। সেহেতু এই রমাযান অসাধারণভাবে কল্যাণমন্ডিত হবার ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

তদুপরি, এর আনুকূল্যে আরেকটি বিষয় যোগ হয়েছে, তা এই যে, রাবওয়া থেকে নাযের ইস্‌লাহ্‌ ও ইরশাদ সাহেব আমাকে লিখেছেন, "১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মুবাহালায় আপনি তাদের যে-সব কথা আল্লাহ্‌র শপথ ক'রে রদ করেছেন এই বলে যে, সেগুলো আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অমূলক মিথ্যে অপবাদ- সেগুলো নিয়ে তথাকথিত ঐ মৌলবীরা পুনরায় তুমুল হৈ-চৈ শুরু করেছে, জামাতের পক্ষ থেকে সেগুলোর উপর বারবার "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" (-যারাই মিথ্যাবাদী, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক) এই দোয়াটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল; তা জেনে-শুনেও তারা কোন রকম লজ্জা বোধ করছে না। এবং এখন একজন আহ্‌মদী মন্ত্রীর অজুহাত ধরে তারা যে আন্দোলন শুরু করেছে তাতে ঐ আপত্তি ও অপবাদগুলোর, সবতো নয়, অনেকগুলোকে আবারও আওড়াচ্ছে যে-গুলোর সম্পর্কে আপনি আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছিলেন। উক্ত মুবাহালার সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ খোদাতাআলা জিয়াউল হককে এরূপ নাস্তানাবুদ ও নিশ্চিহ্ন করেন যে, তার দেহের এক কণা পর্যন্ত তাদের হাতে আসে নি। কেবল কয়েকটা বাঁধানো নকল দাঁতই রক্ষা পেয়েছিলো" অর্থাৎ ঐ নিহত ব্যক্তির পরিচয়-চিহ্নস্বরূপ তাদের কাছে কেবল তার ঐ কৃত্রিম দাঁতই ছিল। ওটা ছাড়া তার দেহের কোন অংশ দূরে থাক, কোন চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই অগত্যা সেখানকার ভস্ম একত্র ক'রে একটি জায়গায় ভরে দেয়া হয়। সে ভস্মের মধ্যে সেই ইহুদী রাষ্ট্রদূতের ভস্মও মিশ্রিত ছিল। সেজন্য কেউই জানে না যে, কার কার ছাই দিয়ে ঐ পুতুলটি তৈরী করা হয়েছিল, যেটাকে এখন 'জিয়া' বলে অভিহিত করা হয়। তার কোন চিহ্ন বলতে কেবল ঐ কৃত্রিম দন্ত পংক্তিটাই রয়েছে, যে সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং এই নিদর্শনটি আল্লাহ্‌তাআলা অত্যন্ত শান ও মর্যাদায় স্পষ্টাকারে প্রকাশিত করলেন। কিন্তু এই যালেম-স্বভাব বিশিষ্ট লোকগুলো ঐ নিদর্শনটি দেখেও বিরত হচ্ছে না, বরং পূর্ববৎ ধৃষ্টতায়, নির্লজ্জতায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পূর্ববৎ ঐ সব মিথ্যে ও অন্যায় অত্যাচারমূলক কথা-বার্তা নিয়ে আন্দোলন করছে, যা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও জ্বলন্ত নিদর্শনের দ্বারা অতীতে রদ করা হয়েছে। কিন্তু লাজ-

শরম যখন উঠে যায়, তখন মানুষ যা-ইচ্ছে তা-ই করে বেড়ায়। এই জাতের লোকগুলোর মধ্য থেকে লাজ-শরম আসলে উঠে গেছে। তাই তারা দাবী জানাচ্ছে যে, তামাম জাহানের উলামা আহ্‌মদীদেরকে মুর্তাদ, কাফের এবং ইসলামের গণ্ডীর বাঁইরে বলে মনে করে, অথচ আহ্‌মদীরা তা মেনে নিচ্ছে না।

তোমাদের বিরুদ্ধেও তো অপরাপর ফির্কাসমূহের সেই একই দাবী চলে আসছে। তা'হলে ওটা তোমরা সাদরে গ্রহণ করে নাও। কিন্তু একথা জেনে রাখো যে, তোমরা তা গ্রহণ করলেও আমরা তা কখনও গ্রহণ করবো না। কেননা, এই অবাস্তব প্রলাপ ও মিথ্যা অভিযোগ স্বীকার করে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা যেন খোদাতাআলার তৌহীদের এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়াহে ওয়া সাল্লামের খাতামীয়তের কার্যতঃ অস্বীকারকারী হয়ে পড়ি, নাউযুবিল্লাহ্। এই সব মিথ্যে অপবাদের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, বাস্তবতঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে তাঁর প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড়ো বলে মনে করবো, নাউযুবিল্লাহ্।

অতএব তোমাদের সাধ্যে যা কুলোয় তাই কর। আমি পূর্বেও বলেছিলাম, আজও বলছি এবং এ কথার পুনরাবৃত্তি করতেই থাকবো যে, সব রকম কৌশল অবলম্বনে যা করতে হয় কর, কিন্তু উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে আহ্‌মদীয়তকে তোমরা টলাতে পারবে না। আহ্‌মদীয়তের অস্তিত্বই হচ্ছে কলেমা-তৌহীদের সাক্ষ্যদান, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের রিসালতের এবং তিনি আল্লাহ্‌র আব্‌দ (দাস) হওয়ার সাক্ষ্যদান এবং একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, তিনি হচ্ছেন খাতামুন্নবীয়ীন। দুনিয়াতে তাঁর সমকক্ষ কেউ সৃষ্টি হয় নি, ভবিষ্যতেও কেউ হবে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রকৃতি ও স্বভাব তাঁরই (সাঃ) প্রেম ও ভালোবাসায় গঠিত। তাঁর (সাঃ) ইশ্‌ক ও মহব্বত তাঁর মজ্জাগত। তাঁর (সাঃ) পরিপূর্ণ গোলামী, দাসত্ব ও আনুগত্যেই তাঁর মন-মানসিকতা, মেধা ও গোটা জীবন গড়ে উঠেছে। তাঁতে (সাঃ) আত্মবিলীন হওয়ার মধ্যেই তাঁর অস্তিত্বের সবকিছু নিহিত। অতএব এ সব বিষয় থেকে তোমরা তোমাদের মিথ্যাচার ও অশ্লীল গালিগালাজের দ্বারা আমাদের কী ক'রে রোধ করতে পার?! কস্মিনকালেও পারবে না।

আহ্‌মদীরা পাকিস্তানী আইনকে মেনে নিচ্ছে না, এটা তাদের বড়ই আহাম্মকসূলভ বক্তব্য। নিজেদের বেলায় তোমরা প্রায়শঃ পাকিস্তানী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে থাক। এই আইন আমাদেরকে যে বিবেকের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার দিয়েছে তা তোমরা মেনে নাও না কেন? কাজেই জাহালত ও ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা চাই। জাতীয় পর্যায়ে যে সব ফয়সালা হয় সেগুলো যদি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় তাহলে তোমরা বলে থাক যে, উহার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, রাস্তা-ঘাটে অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘট করবে, কোনক্রমেই তা মেনে নিবে না। আর তা সত্ত্বেও তোমাদের অধিকার রয়েছে, তোমাদের মধ্য থেকে যেন বিচারক করা হয়, মন্ত্রীও করা হয় এবং সরকারী প্রত্যেক পদের জন্য, তারা যোগ্য হোক বা না হোক তোমাদের লোকদের যেন নির্বাচন করা হয়। পক্ষান্তরে, এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে যে, যেহেতু আহমদীরা সংবিধান মানে না, সেহেতু আহ্‌মদীদেরকে কোন দায়িত্বই দেয়া উচিত নয়।

তোমরা কোন্ সংবিধানের কথা বলছো? তোমাদের সংবিধান তো আসলে আইনতঃ আমাদেরকে মানতে বাধ্য করতে চায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাউযুবিল্লাহ্, মিথ্যেবাদী। কিছুটাতো তোমাদের লাজ-শরম থাকা উচিত। তোমরা নাকি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রতা ও মর্যাদা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছ? কিন্তু খোদাতাআলার কন্সটিটিউশনের মোকাবেলায় সমগ্র দুনিয়ার আইনও যদি আমাদেরকে তা মানতে বলে, তাহলে আমরা তা পদাঘাতে রদ করে দেবো।

কতো যে ঘৃণ্য এ লোকগুলো! যাদের কাছে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা এটাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অস্বীকার করবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নাকি আমাদেরকে তাদের বুকে জড়িয়ে নিবে না। আমরা ওসব বুকে থু থুও নিক্ষেপ করি না। কতো ঘৃণ্য তাদের কার্যকলাপ! এই হচ্ছে তাদের 'মওলানা' হবার পরিচয়! এটাকেই তারা মৌলবীয়ত বলে পেশ করছে এবং বলছে "আমরা হলাম দীনের এল্মের অধিকারী – ধর্মবেত্তা। আমরা ঘোষণা করছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আহ্মদীরা সংবিধানের ফয়সালা মেনে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন বন্ধ করবো না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন আহ্মদীর জীবিত থাকার অধিকার নেই।"

আমরা আহ্মদীরা তো সেই খোদার কথায় সাড়া দেবো, যিনি বলেছেনঃ "ফালইয়াস্তাজিবূলি"-'তারা যেন আমার কথায় সাড়া দেয়।' বস্তুতঃ সেই খোদা আমাদের দোয়ায় সাড়া দেন। তোমরা কোথাকার কে? তোমাদের মূল্যই বা কী? তোমরা তো লাঞ্ছনা ও জিল্লতির লক্ষ্যস্থল হতে যাচ্ছো। ভীতিকর শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হতে যাচ্ছো। খোদাতাআলার এই তক্দীরকে তোমরা কখনও টলাতে পারবে না। এ আমার চ্যালেঞ্জ। পারলে টলিয়ে দেখাও। অতএব এসো, এই রমাযানকে এই দিক দিয়ে আমরাও চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদানকারীরূপে সাব্যস্ত করি এবং তোমরাও কর।

তোমরা তো যথাসাধ্য মিথ্যে অপবাদ ও ঘৃণ্য প্রলাপে তৎপর রয়েছ। এই যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তোমরা যেভাবে যতোটা অশ্লীল গালমন্দ ও অন্যায় কলাকৌশল প্রয়োগ করছো, আমার তো মনে হয় যে, সমগ্র মানবেতিহাসে কখনও কোন নবী বা খোদার কোনও বান্দার বিরুদ্ধে কখনো ততোটা কেউ করে নি। তোমরা ব্যাপারগুলোকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছ। আর এ দিক থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ছাড় বা অবকাশও অনেক দিচ্ছেন এবং যথেষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদের ধৃত হবার দিন আসবে, অবশ্য-অবশ্যই আসবে। এই সেই তক্দীর যা তোমরা কখনও এড়াতে পারবে না।

আজ এই জুমুআতে আমি ঘোষণা করছি যে, তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও জিল্লতীর কষাঘাত অবধারিতভাবে পতিত হতে যাচ্ছে। এই তক্দীরকে যদি পাল্টাতে পার তবেই আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথার আদান-প্রদান গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে মনে করবো। এখন কথোপকথনের ধারা ছিন্ন হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত নির্লজ্জতায়ই তোমরা কায়েম আছ, যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য সবিনয়ে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণে সর্বতোভাবে তোমাদের বুঝিয়ে বলেছি যে, 'অনেক হয়েছে, এবার

ক্ষান্ত হও, নিজেদের সাথে সমগ্র জাতিকেও বরবাদ করো না।' এখন বিভিন্ন মহল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে যে, 'দেশের সর্বনাশ ঘটে গেছে।' সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারও ঘোষণা করেছেন যে, গোটা জাতির আপাদমস্তক যে (দুর্নীতিগ্রস্ত) অবস্থা, তা যাচাই-বাছাই ও নিয়ন্ত্রণ করার মত তাদের সাধ্য কোথায়! আর তাই এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এই বলে যে, সবাইকে অসৎ বলে অভিযুক্ত করে সরকার প্রধান দেশের অপমান ও দুর্নাম ঘটিয়েছেন।

অতএব, দেশের সম্মান মিথ্যাচারের উপর এতো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, সবাইকে সৎ-সাধু বলে প্রধানমন্ত্রী যতক্ষণ না ঘোষণা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারকে ক্ষমা করা হবে না। কেননা, বিশ্বের কাছে তিনি দেশের দুর্নাম রটিয়েছেন। অথচ তোমরা তো বস্তুতঃ দুর্নামগ্রস্ত হয়েই আছ। এখনও তোমাদের খবরই নেই যে, দুনিয়া তোমাদের কী নাম দিয়েছে! তোমাদের কি ধারণা যে, সাংবাদিকদের মাধ্যমে তোমাদের সব খবরাখবর বহির্বিশ্বে পৌঁছে যাচ্ছে না?! এই যে অহরহ ঘটছে অমুকে-অমুকে অতো-অতো টাকা আত্মসাৎ করেছে, অথবা অমুকের কাছে এতো সোনা ধরা পড়েছে, অমুকের জঘন্য নোংরামি ধরা পড়েছে, ইত্যাদি যে-সব অশ্লীলতা ও নৃশংসতার খবরে দৈনিকই সংবাদপত্র ভরা থাকে, তাতে তোমরা মনে কর যে, দুনিয়া তোমাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না! বেশ, চোখ বন্ধ করে বসে থাক। কিন্তু যখনই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ সাহস করে বলে ফেলে যে, হ্যাঁ! এই জাতির অবস্থা ওরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আদা-জল খেয়ে তার পেছনে লাগ, এবং বল যে, সে মিথ্যে বলেছে, অথবা মিথ্যে না বলে থাকলেও তার জানাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ? 'আমরা লুকিয়ে বসেছিলাম, সে আমাদের দুর্নামগ্রস্ত করেছে।' কিন্তু তোমাদের এরূপ কী বিষয় আছে যা দুনিয়া জানে না? সবই তাদের জানা। কাজেই অহেতুক ঝগড়া বাধিয়েছো। অতএব, যিনিই বলেছেন – তিনি প্রধানমন্ত্রীই বটে, সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন যে, এখন তারা কাদেরই বা যাচাই-বাছাই করবেন; উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সমস্ত কিছু এতো বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, তদন্ত করতে গিয়ে সরকার নিজেদেরকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপারগ বলে মনে করছেন। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রার্থীদের তালিকায় কাদেরকেই বা রাখবেন, আর কাদের বাদ দিবেন। এ জটিলস্য জটিল কাজটি তারা কোথায় কীভাবে শুরু করবেন? কেননা, শীর্ষ রাজনীতিকদের থেকে আরম্ভ করে তাদের সর্বনিম্ন কর্মী পর্যন্ত সবাই অসৎ – দুর্নীতিবাজ। চাপরাশী থেকে শুরু করে শীর্ষ কর্মকর্তা পর্যন্ত সবারই একই অবস্থা। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী তাঁর অক্ষমতা ঘোষণা করছেন এই বলে যে, এমতাবস্থায় জাতি নিজেদের হিসাব-নিকাশ নিজেরাই করুক, তাঁর পক্ষে আর কিছুই করার নেই। বেশ, তা করা সম্ভব নয়; কিন্তু খোঁজ নিয়ে এটাতো জানতে পারেন যে, এই জাতিকে কে বা কারা ধ্বংস করলো? বস্তুতঃ এই সব মোল্লারাই জাতিকে বরবাদ করেছে। এবং এই বিষ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের শিকড়গুলোতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জীবনকে টিকিয়ে রাখার কোনও উপায় বের করা সম্ভব হবে না। অতএব প্রথমতঃ এই বিষ ঝেড়ে ফেল। সব খারাপির জন্য এ মোল্লারাই দায়ী। এরা এজন্য তোমাদের মাথার উপর

উঠে চেপে বসে আছে যে, আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে এরা যা-কিছুই বলুক না কেন, তোমরা তাদেরকে বুকে জড়িয়ে রাখ। এবং তারা তোমাদেরকে এতো ভয় দেখিয়েছে যে, আহ্‌মদীয়তের স্বপক্ষে যদি কোন সত্য-ন্যায্য কথা বল, তাহলে এরা যেন তোমাদের গিলে ফেলবে। আর তোমাদের এই ভীতির দরুনই আশ্‌কারা পেয়ে সমাজে তাদের তথাকথিত সেই উঁচু অবস্থান, যা প্রকৃতপক্ষে নীচুতা ও হীনতারই অপর নাম, এর বেশী কিছুই নয়। কেননা, খোদাতাআলার দৃষ্টিতে তাদের এই সম্মান লাঞ্ছনা বৈ অন্য কিছু নয়। সুতরাং যদি মোল্লার দাপট বন্ধ করতে হয়, তাহলে তার মুখ থেকে আহ্‌মদীয়তের গ্রাস ছিনিয়ে নাও। তারপর দেখ, তার অস্তিত্বের কী অবশিষ্ট থাকে। এতদ্ব্যতীত তাদের আহ্‌মদীয়ত-বিরোধী অন্যায় স্লোগানের কোনও মূল্য নেই। সমগ্র দেশ জুড়ে কোন একটি গলির সংশোধন করবারও যোগ্য নয় এরা। প্রত্যেক মোড়েই মসজিদের পর মসজিদ পরিদৃষ্ট হবে, কিন্তু মসজিদের সঙ্গী-সাথীকে পর্যন্ত সৎ ও অবক্ষয়মুক্ত করতে পারে নি এরা। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান যখন ঘোষণা করেন যে, সমগ্র জাতি অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে, তখন মোল্লার কুর্তা টেনে ধরে কেন জিজ্ঞেস করেন না, "তোমরা কী করছো বসে বসে? তোমরা যে চিৎকার করে কিয়ামত সৃষ্টি করে রেখেছ এই বলে যে, তোমরা ইসলামের হিফাযতে প্রাণ বিসর্জন করবে, রিসালতের মর্যাদা রক্ষার্থে সর্বস্ব কোরবানী করবে। অথচ ইসলামকে জবাই করে বসেছ। কোন্ গলিটাতে তোমাদের ইসলাম দেখা যাচ্ছে? সমগ্র জাতি অসৎ, অবক্ষয়গ্রস্ত। তোমরা আরও খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে চলেছো। এটাই কী ইসলামপ্রীতি?! ইসলামকে রেহাই দাও। দেশের পেছনেও আর লেগো না"।

একজন (আহ্‌মদী) মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের সূত্রপাত করতে গিয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে তারা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দুশমনির অমূলক ডাহা মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এইসব লোকই ছিল পাকিস্তানের দুশমন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও দুশমন হিসেবেই তারা ভূমিকা পালন করে। এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা পাকিস্তানকে 'পলিদস্তান' (নাপাকস্থান) বলে অভিহিত করতো। বস্তুতঃ যতোক্ষণ পর্যন্ত দেশটা তাদের দখলে যায় নি ততোক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান পাকিস্তানই ছিল। কিন্তু এখন, যখন এদের দখলদারি শুরু হয়েছে তখন থেকে এরা পাকিস্তানকে সত্যি-সত্যি 'পলিদস্তান' বানিয়ে ফেলেছে। অতএব, যারা অন্তর্বর্তী সরকার প্রধানকে অভিযুক্ত করছেন তারাই বা কেন লক্ষ্য করছেন না যে, পাকিস্তানকে পলিদস্তানে পরিণত করা হয়েছে, এবং এই মৌলবীরাই করেছে, যারা কায়েদে আযমের এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণে পুরোভাগে, প্রথম সারিতে ছিল। আর আহম্‌দীয়া জামাত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিলো বলে এরাই কিনা মিথ্যে অভিযোগ তুলেছে! কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গেও ঐ স্মারকলিপিতে লিখা হয়েছে যে, আহ্‌মদীয়া জামাত নাকি তাথেকে পাশ কাটিয়েছে। অথচ কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াপত্তনই করেন আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ এবং তাঁরই নেতৃত্বে তা এগিয়ে যায়। এদের নিজেদের নিষ্ঠাবান কাশ্মীরী নেতা ও লেখকগণ পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, ঐ

স্বাধীনতা আন্দোলনের রাশ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদের হাতে ছিল। স্বাধীনতার প্রারম্ভিক আন্দোলন কাদের হাতে গড়ে উঠেছিল? আলবৎ আহ্মদীয়া জামাতের হাতে। কে তাদের উপর সার্বিক দায়িত্ব ও নেতৃত্ব সোপর্দ করেছিলেন? তোমাদের প্রিয়ভাজন আল্লামা ইকবাল স্বয়ং সেই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। **সমস্ত ইতিহাস বিকৃত ক'রে প্রত্যেক বিষয়কেই মিথ্যের রূপ দেয় এরা। সেজন্য এদের সাথে বিতর্কে যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। যারা অবধারিতভাবে মিথ্যে বলবে, যাদের লাজ-শরম নেই, যারা ক্রমাগত মিথ্যা বলতেই থাকে, তাদের সাথে কোন আলাপ-আলোচনার কী-ই বা অবকাশ থাকে?!**

তবে অবশ্য খোদাতা'লার সমীপে উভয় পক্ষের উচিত বিনীত নিবেদন করা যে, "যে পক্ষটি মিথ্যাবাদী, হে আল্লাহ্! তাদের উপর তুমি লা'নত (অভিশাপ) বর্ষণ কর।" বিগত (১৯৮৮ সালে) মুবহালাকে তারা এড়িয়ে গিয়েছিল এই বলে যে, মুবহালার শর্ত নাকি যথাযথ পূর্ণ হচ্ছে না। কেউ বলেছিল, "মক্কায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে সবাই সামনা-সামনি হয়ে সমবেত হোক।" প্রশ্ন হচ্ছে সারা মুসলিম জাহান সেখানে কী ক'রে একত্রিত হবে এবং আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের সকল সদস্যও? কাকে কাকে তোমরা ডাকবে? তোমাদের ঐক্য-বন্ধনই বা কী আছে? এসব নিছক আজে-বাজে কথা বৈ আর কিছুই নয়। তদুপরি মক্কাকেই নির্দিষ্ট করা কেন জরুরী? মুবহালার জন্য তো কখনও ওরূপ কোন একটি স্থানকে নির্বাচিত করা হয় নি। সেই যে (রসূলুল্লাহ্ -সাঃ-কর্তৃক) মুবহালার চ্যালেঞ্জ ছিল তা তো দেয়া হয়েছিল মদীনাতে। মক্কী জীবনে তো কোন মুবহালাই হয়নি। এদের না আছে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কোন জ্ঞান, না আছে শর্ত সম্পর্কে। **প্রকৃত ও যথার্থ বিষয় হচ্ছে, "লা'নাতুল্লাহে আলাল্ কাযেবীন" – (খোদার অভিশাপ বর্ষিত হোক মিথ্যেবাদীদের উপরে)। এর জন্য আবার কোন্ জায়গাটির প্রয়োজন?!**

অতএব, আজ জুমুআর খোৎবায় আমি এক চূড়ান্ত ফয়সালা নির্ধারক রমাযানের প্রত্যাশা রেখে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতকে এই তাকিদ করছি (জোরদার আহ্বান জানাচ্ছি) যে, আপনারা এই রমাযানকে বিশেষভাবে এই দোয়ার জন্য ওয়াক্ফ (নির্দিষ্ট) করে দিন যে, "হে খোদা! এখন তুমি ওদের এবং আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। কেননা, তুমিই হলে আহ্কামুল-হাকেমীন – তোমার চেয়ে উত্তম অন্য কেউ ফয়সালাকারী নেই। হে খোদা! এখন ঐ সমস্ত ফেরাউনদেরকে তুমি নিপাত ও নিশ্চিহ্ন কর, যারা ক্রমাগত অহংকারে ও মিথ্যাচারিতায় পূর্বের চেয়েও অধিক মাত্রায় আস্ফালন করছে এবং যুলুম অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না।

যেহেতু মুবাহালার নামে তাদের হৃদকম্পন হয় এবং দিশেহারা হয়ে তারা বলে যে, আহ্মদীরা পালাচ্ছে। নির্বুদ্ধিতারও একশেষ! মুবাহালার চ্যালেঞ্জ তো আমি দিয়েছিলাম। আমরা কী ক'রে পালাবো! – চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আমি, আর আমিই কিনা পালিয়েছি !! সে-চ্যালেঞ্জতো সর্বত্র ইশ্তেহার আকারে ছড়িয়ে আছে। এই চ্যালেঞ্জের দরুনই তো তোমরা আহ্মদীদের জেল-হাজতের দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত করতে থাক। এরা তোমাদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে বলে তোমরা হৈ-চৈ শুরু করেছিলে।

তবুও কিনা বল যে, আহ্‌মদীরা ভেগে গেছে! সাহস থাকলে গ্রহণ করে নিলেই পারতে। আমরা পালাব কী ক'রে? আমরা তো চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যার ধনুক থেকে তীর ছুটে যায় সে তা কী ক'রে ফিরাতে পারে?!

অতঃপর জেনারেল জিয়াও যখন মুবাহালার স্বীকৃতি ঘোষণা করল না তখন জুমুআর খোৎবায় আমি ঘোষণা করি যে, খোদাতাআলা আমাকে বিগত রাতে সত্য-স্বপ্নে এরূপ সংবাদ দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি যে, খোদাতাআলার আযাবের চাকতি সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠছে। এই ব্যক্তি যদি এটাকে তার অসম্মান বলে মনে করে যে, যে মির্যা তাহের আহ্‌মদকে সে কার্যতঃ দেশ-ছাড়া করেছে (অর্থাৎ আটক করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বেরিয়ে গেছেন) সে কী বস্তু, তার কী বা মূল্য? কাজেই তার চ্যালেঞ্জের জবাব সে কেন দেবে? আমি বল্‌লাম, এই সাহেবের যদি এহেন চিন্তাধারা থাকে, তাহলে এর চিকিৎসা ও প্রতিকার আমি বলে দিচ্ছি যে, সে যেন ভবিষ্যতে গালিগালাজ থেকে বিরত হয় এবং আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে সে যে-সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সচেতনভাবে সেগুলোকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট না হয়। তওবা যদি করতে না চায়, নাই বা করুক।

এই ঘোষণাটি আমি মাত্র কয়েক জুমুআর পূর্বে করেছিলাম যে, ওরূপ সে করে নিক। তাহলে আমার বিশ্বাস যে, মুবাহালার আঘাত হতে সে বেঁচে যাবে। কেননা, তাতে সে কার্যতঃ খোদাতাআলার হুযুরে মাথা নত করে দেবে এই মর্মে যে, "তওবা! আমি এখন আর ঐসব হীন কার্যকলাপে জেদ ও হঠকারিতা করছি না।" এ মুহূর্তে তারিখগুলো তো আমার স্মরণ নেই, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে আমার স্মরণ আছে যে, বিমান দুর্ঘটনার অপঘাতজনিত জিয়াউল হকের অবলুপ্তির অল্প কিছু কাল আগে উক্ত ঘোষণাটি আমি এই মসজিদ থেকেই করেছিলাম। জুমুআর খোৎবায় করেছিলাম। কিন্তু এর পরও সে তার অবস্থা ও অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটায় না, বরং দুষ্কর্মে আরও বেড়ে যায়। তারপর সেই রাত এলো, যে-রাতে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে ঐ চাকতি সজোরে ঘূর্ণায়মান বলে জানালেন। তারপর ভোর হলো, পরের দিনই শুক্রবার ছিল, **জুমুআর খোৎবায় আমি ঘোষণা করলাম যে, এখন আমি আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে অবহিত হয়েছি – চূড়ান্ত ফয়সালা নির্ধারকের এই সংবাদ সম্বন্ধে যে, এখন এ ব্যক্তির দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন খোদার শাস্তির যাঁতাকল থেকে এই ব্যক্তি আর বাঁচতে পারবে না। সুতরাং তার পরবর্তী জুমুআর আগেই সে এরূপ নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হলো যে, চিরকালের জন্য ভীতিকর শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হলো।**

পূর্বেকার প্রথম ফেরাউনের লাশ তো ভীতিপ্রদ শিক্ষার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই যুগের ফেরাউনের হাল হলো এই যে, তার ছাই-ভস্মও অবশিষ্ট থাকলো না। কেবল কৃত্রিম দাঁতের পাটি দ্বারা তার অবস্থা জানা গেল। **ওটাই শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হলো চিরকালের জন্য। কিন্তু এই মৌলবাদীদের তবুও চোখ খুল্‌লো না।**

আশ্চর্যের ব্যাপার! এই সব বিষয়ই একত্রিত হয়েছে। সেজন্য আমি বিশ্বাস করি যে, এ বছরটি এক অসামান্য বছর। বিগত বছরটিও এদিক দিয়ে অসাধারণ ছিল যে, বিগত বছরও রমাযানের আগে আমি জামাতকে আহ্বান করি, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তাআলা এখন এই মৌলবীদের লাঞ্ছনা ও জিল্লতির আয়োজন শুরু করেন, আর (এ প্রসঙ্গে) "আল্লাহুম্মা মায্যেকহুম কুল্লা মুমায্যাকিওঁওয়া সাহ্হেক্হুম তাসহীকা" – (হে আল্লাহ্! এদেরকে এখন তুমি খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও) – এই দোয়াটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন। (আসন্ন) এই রমাযানে এ দোয়াসমূহ করুন আরও অধিক ও বিশেষ মনোযোগ সহকারে। এর পরে পরেই (মোল্লাদের যোগসাজশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীতে এক ভয়াবহ অভ্যুত্থানে ব্যর্থতার) ঘটনাবলী প্রকাশিত হলো। তাতে মৌলবীদের দুরভিসন্ধি বিফলমনোরথ হলো। যদি প্রতিকারমূলক বিপ্লব সংঘটিত না হতো, যার ফলশ্রুতিতে সরকারও পাল্টে গেলো, তাহলে ঐ মৌলবাদীদের তো অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের ইচ্ছা-আকাঙ্খা ছিল এবং সামরিক বাহিনীতে তাদের এতো প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সামরিক বিপ্লব ঘটিয়ে তারা দেশের উপর ক্ষমতা কায়েম করতে চেয়েছিল। যেহেতু বিশেষ একটি দল ছিল, – সে দলটি এখনও বিদ্যমান আছে, যারা উপরে ওঠে আসছে, তবে ঐ মৌলবীরা যদি সফল হতে পারতো তবুও ভিন্নমতাবলম্বী মৌলবীরা সে বিপ্লবকে কখনও গ্রহণ করতো না এবং দেশের আপামর জনসাধারণও গ্রহণ করতো না। এমতাবস্থায়, অবশ্যম্ভাবী মারাত্মক রক্তপাত এবং ধ্বংসলীলা থেকে আহ্মদীয়া জামাতের সময়োপযোগী সকাতর দোয়া কবুল করতঃ আল্লাহ্তাআলা ঐ দফায় এ দেশটিকে রক্ষা করলেন।

অতএব, পাকিস্তানের প্রকৃত রক্ষক ও সহানুভূতিশীল তো হচ্ছি আমরা। তোমরা তো সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছো যাতে এ দেশ বরবাদ হয়ে যায়। একমাত্র আহ্মদীদের দোয়াই এ দেশটিকে বার বার বাঁচাবার কারণ হয়। তবে এ দিক থেকে এবারের দোয়াতে এ বিষয়টি স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ একজন লেখরামকে বধ করেছিলেন, কিন্তু (তাতে উপদেশ গ্রহণ করার মত) সৎবুদ্ধিসম্পন্ন নয় এ লোকগুলো। একজন ফেরাউন ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু তবুও এরা ভীত ও বিরত হবার মত শিক্ষা গ্রহণ করে নি। অতএব, হে খোদা! এখন ঐ সমস্ত ফেরাউনদেরকে তুমি নিপাত ও নিশ্চিহ্ন কর, যারা ক্রমাগত অহংকার ও মিথ্যাচারে আগের চেয়েও বেড়ে গিয়ে অধিকমাত্রায় আস্ফালন করছে এবং যুলুম-অত্যাচার ও নির্লজ্জতা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের জন্য এ বছরই অথবা এর পরবর্তী বছর কিম্বা এসব মিলিয়ে প্রত্যেকটিকেই ফয়সালা নিরূপকস্বরূপ করে দাও, যাতে এই শতাব্দী তোমার অপার অনুগ্রহে দুশমনদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার শতাব্দী হয়ে যায় এবং নতুন শতাব্দী আহ্মদীয়তের নব মর্যাদার সূয নিয়ে উদিত হয়। আমি চাই এই সব দোয়া যেন আপনারা বিশেষভাবে এই রমাযানে করেন এবং রমাযানের পরেও সর্বদা এই সকল দোয়ার প্রতি যত্নবান থাকেন।

লেখরামের উল্লেখ আমি করেছিলাম। আশ্চর্যজনকভাবে আরেক কাকতলীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লেখরামও বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর ৯৭ সালেই নিহত হয়ে এক ভীতিপ্রদ শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল। আর এখন হচ্ছে ১৯৯৭–যখন আমরা অনুরূপ বিষয় ও অবস্থা নিয়েই কথা বলছি, অর্থাৎ এ যেন '৯৭-এরই পুনরাবৃত্তি। **একশ' বছর পূর্বে লেখরাম শিক্ষণীয় নিদর্শনস্বরূপ হয়েছিল, আর আজ তার একশ' বছর পর আমি পুনরায় লেখরামদের বিনাশের জন্য দোয়ায় আত্মনিয়োগের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আর এটি কোন সুচিন্তিত চেষ্টা-তদবীরপ্রসূত নয়।** মৌলবীদের সম্পর্কেও রাবওয়া থেকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। ইতোপূর্বে আমার মানসপটে এরূপ কোন বিষয় আদৌ ছিল না যে, রমাযানের আগে আমি আমার খোৎবায় ঘূণাক্ষরেও এদের সম্পর্কে কোনকিছু উল্লেখ করবো। কিন্তু লেখরাম সম্পর্কে বিগত শুক্রবার ইফ্‌তেখার আয়ায সাহেব, যিনি এক সওয়াল-জবাব অনুষ্ঠানে আমার সাহায্য করছিলেন, তিনি লেখরাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বললেন যে, ১৯৯৭ ইং সমাগত, যা ১৮৯৭ ইং-এর নিদর্শনকে স্মরণ করায়। তখন আমি বললাম, আগামী খোৎবা-জুমুআতে এর বিস্তারিত উত্তর উদ্ধৃতি ও বরাতসহ উপস্থাপন করবো। পরে আমার খেয়াল হলো যে, নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি কোন প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানে বলার বিষয় নয়, বরং এ বিষয়টি তো সমগ্র বিশ্বকে জানাবার বিষয়, অর্থাৎ ১৮৯৭ইং সালে লেখরাম এক ভীতিপ্রদ শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়। তার সমস্ত বাগাড়ম্বর মিথ্যা সাব্যস্ত হয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সব কথা সত্য সাব্যস্ত হয়। অতএব, **এ বছরটি আরও একটি নিদর্শন বয়ে নিয়ে এসেছে।** বস্তুতঃ উক্ত সবগুলো বিষয় একত্রিত হয়ে এ বছরটিকে অসাধারণ গুরুত্ববহ করে তুলেছে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি শেষ কথা হচ্ছে এই যে, আজ মসজিদে আসার সময় অফিস থেকে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব আমাকে স্মরণ করালেন, "আপনি যে পূর্বে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছিলেন তা-ও Friday the 10th- এ করেছিলেন এবং আজও Friday the 10th। অদ্ভুত ব্যাপার। এ সবই এরূপ বিষয়, যা আমার ভাবনা-চিন্তার ফসল নয়। বরং ঐশী তক্‌দীরের দিক থেকে এমনটি হয়েছে যে, এ যাবতীয় বিষয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। কোনটি হচ্ছে যে, আমাকে স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যে রাবওয়া থেকে চিঠি এসেছে। কোনটি এখান থেকে, আবার কোনটি 'সওয়াল-জবাব অনুষ্ঠান' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সবশেষে মুনীর জাভেদ সাহেবের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আপনার হয়তো স্মরণ নেই, ঐ প্রথম চ্যালেঞ্জও শুক্রবারেই করা হয়েছিল।' অতএব, সব কিছু মিলে পরিপূর্ণভাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, এই রমাযান আমাদের জন্য অসাধারণ বরকতপূর্ণ রমাযান হয়ে উদিত হবে এবং এর (মাঝে এই) দোয়াসমূহ ইনশাআল্লাহ্ এই শতাব্দীর আহ্‌মদীয়তের স্বপক্ষে শুভপরিণামকে নিশ্চিত প্রকাশিত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ খিদমত পালন করবে, অর্থাৎ দোয়া এই ভূমিকা ও অবদান রাখবে। আল্লাহ্‌তাআলা সেগুলো কবুল করবেন এবং আসমান থেকে যে তক্‌দীর প্রদর্শন করবেন তা হবে আহ্‌মদীয়তের প্রাধান্য বিস্তার ও ঐশী সাহায্যের

তক্‌দীর। আর সেই তক্‌দীর দেখাবেন , যা হবে আহ্‌মদীয়তের শত্রুদের লাঞ্ছনা, পতন ও নিপাতের তক্‌দীর।

অতএব, আমাদের যে ভূমিকাটি পালন করতে হবে তা হলো দোয়ার ভূমিকা এবং খোদাতাআলার করণীয় হচ্ছে যে, (তিনি বলেন,) আমার বান্দাদের বলে দাও, যখনই তারা আমাকে আহ্‌বান করে, "ফা-ইন্নি করীব" তখন আমি তাদের নিকটে থাকি।' সুতরাং আপনারা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্যের নিদর্শন গড়ে তুলুন।

প্রকৃতপক্ষে লেখরাম সংক্রান্ত নিদর্শনটিও ঐশী-নৈকট্যের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকে এ বিষয়টি বোঝাচ্ছিলেন যে, সে খোদা হতে দূরে এবং তিনি তাঁর (আঃ) নিকটে রয়েছেন। এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে তার কটু কথা ও ঔদ্ধত্য কোন মূল্যেও তাঁর (আঃ) পক্ষে সহনীয় নয়। সুতরাং তিনি এ প্রসঙ্গে এরূপ ভাষায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন যে, মানুষ তাতে শিহরিত হয়ে ওঠে। **তিনি বলেন, "আমার সন্তানদেরকে আমার সম্মুখে জবাই করা হোক, তা আমি সহজেই সইতে পারবো। আমার নিকটাত্মীয় ও প্রিয়দেরকে আমার চোখের সামনে নিপাত করা হোক, কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে বেয়াদবি ও ধৃষ্টতা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।"** আজ আল্লাহ্‌তাআলা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) গোলামের জন্য আমার হৃদয়ে অনুরূপ প্রেমাবেগ সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্য। এ দোয়াই সর্বদা আমি করে এসেছি যে, যেভাবে তিনি হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ ও দুর্নাম রটনাকারীদের মোকাবেলায় নিজের বুক সম্মুখে পেতে দিয়েছিলেন, খোদাতাআলা আমাকেও তওফীক দিন, যেন আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) গোলাম মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্য আমার বুক সম্মুখে পেতে দেই। যে-তীরই বর্ষিত হয় তা এখানেই বর্ষিত হোক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে যেন সেগুলোর আঘাত স্পর্শ করতে না পারে। অতএব, এই আবেগ-অনুভূতি নিয়ে আমি এই আহ্‌বান করছি, আগে যেমন আমি আপনাদের বলেছি যে, প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে ঐশী-নৈকট্যের নিদর্শনলাভের ব্যাপার। আমরা যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকি, তাহলে তিনি তাঁর ওয়াদা আমাদের স্বপক্ষে অবশ্যই পুরণ করবেন। আর যদি এই বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্ হ'তে দূরে সরে গিয়ে থাকে, তাহলে খোদাতাআলা ওদেরকে অবধারিতভাবে লা'নতের নিদর্শনে পরিণত করবেন। **ইহা এরূপ এক দৃঢ়বিশ্বাস, যা একীনের চূড়ান্ত শিখরে উন্নীত, –'হক্কুল-একীনের' সেই অবস্থান থেকেই আমি একথা উচ্চারণ করছি।**

এখন আমি লেখরাম সম্পর্কে, সে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ স্বভাব ও ভূমিকা অবলম্বন করেছিল এবং কীভাবে এ ব্যাপারটির সূত্রপাত হয় তা স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। কেননা, **বর্তমানকালে কেবল এক জনেরই নয়, বরং এখন তো আমরা শত শত লেখরামের মোকাবেলার সম্মুখীন।** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং তারিখে ইশ্‌তেহার যোগে পণ্ডিত লেখরামকে জ্ঞাত করেন যে, "কাযা ও কদর (ঐশী নিয়তি) সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে আপনার বিষয়ে আমাকে জানানো হয় যে, আপনার বদ-জবানী ও অশ্লীল ভাষার দরুন আপনি এখন

আল্লাহ্ কর্তৃক ধৃত হবেন। সেজন্য আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে দিতে পারি। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশে আপনি ভীত হন, তাহলে কাউকে এ সম্পর্কে জানানো হবে না।" শেষ বাক্যটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ওটা শুধু অনুমতির ব্যাপার ছিল না, বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, যদি সে ভীত না হয়, বরং ধৃষ্টতা দেখায়, তাহলে সবার কাছে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হবে। এরপর পণ্ডিত লেখরাম অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে একটি বিজ্ঞাপন যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে পাল্টা এক ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লেখরাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিলেন, তা ১৮৮৬ সালে নয়, বরং ১৮৯৩ সালে করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি তাকে সদুপদেশের মাধ্যমে জ্ঞাত করেন, এই বলে যে, "তুমি বদ্‌জবানি থেকে বিরত হও। নচেৎ আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে তোমার খুবই খারাপ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেছেন।" কিন্তু সে বিরত হয় নি। অতএব, লেখরাম সম্পর্কে যে আযাব ও শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ ইং তারিখে ঘোষণা করা হয়েছিল। সতর্কীকরণ সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত প্রথম ইশ্‌তেহারটি ছিল তা ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ইং তারিখের। সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ইং তারিখে। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, যে-ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে লেখরামের জীবন নাশ অবধারিত হয়েছে সে ব্যক্তিকে (কাশ্‌ফে) তাঁকে দেখানো হয়। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯৩ সনেই 'বারাকাতুদ্ দোয়া' পুস্তকে স্যার সৈয়্যদকে সম্বোধন করে বলেন, "আপনি দোয়ায় অবিশ্বাসী। আমি দোয়াতে বিশ্বাসী। আমার নিকট আসুন এবং দোয়ার সুফল অবলোকন করুন। অর্থাৎ আমার ঐ দোয়ার ফল দেখে নিন, যা কবুল হয়েছে বলে আল্লাহ্ আমাকে অবহিত করেছেন, অর্থাৎ লেখরাম সম্পর্কিত দোয়া"। অতএব, স্যার সৈয়্যদকেও উদ্দেশ্য করে তিনি লেখরাম সম্পর্কে তাঁর দোয়ার কবুলিয়তের বিষয় উল্লেখ করেন। তারপর, ১৮৯৩ সালেই প্রকাশিত 'কিরামাতুস্ সাদেকীন' গ্রন্থে বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, "তুমি ঈদের (আনন্দের) বিশেষ একটি দিন দেখতে পাবে। সে দিনটি হবে ঈদের দিনের সংলগ্ন দিন।" এ হচ্ছে লেখরামের ধ্বংস সম্পর্কে আরেকটি চিহ্ন, যদ্বারা তার ধ্বংসের দিনটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারপর, ১৮৯৭ সনের ১৫ই মার্চ তারিখে তিনি একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন, যখন এতদ্‌সংক্রান্ত সব ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু এখানে ভুলবশতঃ এর উল্লেখ এসে গেছে। এ সম্পর্কে আমি পরে কখনও বর্ণনা করবো।

যেহেতু (খোৎবার) অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে, সেজন্য কেবল সংক্ষেপে বলছি যে, লেখরাম ক্রমাগত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিদ্রুপ করে নিজে পাল্টা ভবিষ্যদ্বাণীও করে। ১৮৮৬ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কেবল লেখরামের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌তাআলার তরফ থেকে এলহাম পেয়ে তার ধ্বংসের সংবাদই দেননি, বরং তাঁর বরকতমণ্ডিত সংস্কারক পুত্র (মুসলেহ মাওউদ)-এর জন্ম গ্রহণ সম্পর্কে সুসংবাদও ঘোষণা করেন।

এই মোকাবেলা এভাবে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে এক নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সেই প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সে অত্যন্ত খ্যাতিমান ও আশিসমণ্ডিত হবে, অসাধারণ মেধাবী হবে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। কুরআন করীমের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশে অসাধারণ খিদমত - কারী হবে। ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত এই যাবতীয় বিবরণ সম্মুখে রেখে আল্লাহ্তাআলার প্রতি মিথ্যারোপ ক'রে লেখরাম তুলনামূলক এক পাল্টা ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বরচিত আমার একটি গ্রন্থ "সওয়ানেহ্ হযরত ফযলে ওমর" থেকে কয়েকটি কথা পুনরায় আপনাদের স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন: "খোদাতাআলা আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলেছেন, 'আমি তোমাকে রহমতের একটি নিদর্শন দান করবো'। লেখরাম এ বাক্যটিকে তার বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে লিখেছে ঃ "রহ্মত নয়, বরং যহ্মত' (-বিড়ম্বনা) বলে থাকবেন। আপনি তো প্রত্যেক কথা উল্টো বোঝেন, 'র'ও'য' অক্ষর দু'টোর মাঝে পার্থক্য করেন না।" অতঃপর, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন: "আল্লাহ্তাআলা আমাকে জানিয়েছেন, 'তোমার সফরকে (যা ছিল হোশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার সফর) তোমার জন্য বরকতমণ্ডিত করেছি।" লেখরাম বলে, "খোদা ঐ সফরকে অত্যন্ত অভিশপ্ত বলে জানিয়েছেন। আপনি হয়তো লুধিয়ানায় জেলখানার সংলগ্ন পতিতালয়ের কোন পাজি দালালের হোটেলে অবস্থানকে বরকতমণ্ডিত বলে মনে করে বসেছেন" (নাউযুবিল্লাহ্)। এই ধরনেরই শিষ্টাচার-বর্জিত (বে-তমিয) দুশ্চরিত্র ও নির্লজ্জ ছিল তাঁর (আঃ) বৈরী বিরুদ্ধবাদীরা।

আমি স্তম্ভিত হই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ধৈর্য দেখে। কীভাবে যে তিনি ঐ লোকগুলোর মোকাবিলা করলেন! প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিয়েছেন, একা হয়েও। আজতো অগণিত অফিসে সহস্র-সহস্র আহ্মদী আমার খিদমত ও সেবায় আত্মনিয়োজিত হয়ে আছেন। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে মসীহ্ মাওউদ আলায়হিস সালামের অত্যুচ্চ মাকাম ও মর্তবার দিকে তাকিয়ে থাকি! কীভাবে কতো নিঃসঙ্গতায় একাই তিনি সকল সঙ্কট ও বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ইসলামের মহান সেবার দীর্ঘ সফর শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন। কী মহৎ এই ব্যক্তিত্ব! মানুষের কল্পনা এখানে সেই উচ্চস্তরে তাকিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখে না, যে-স্তরে আরোহণ করেছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর প্রভু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে। অতএব তা থেকে অনুমান করুন, কতো যে উচ্চ ছিল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মাকাম ও মর্তবা! যাঁর (আনুগত্যের) চরণধূলিতে মণ্ডিত হয়েছে মসীহ্ মাওউদের (রসূল-প্রেমে নিবেদিত) সত্তা, সেই রসূলের (আঃ) সত্তা যে কতো মহান!

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সংগ্রাম-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ক্রমাগত-অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রম, তদুপরি ওরূপ বাচালদের সাথে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মোকাবিলারত থাকার বিষয় চিন্তা করে আমি বিস্মিত হই। নচেৎ, আজকাল ঐ শ্রেণীর এই লোকগুলো যখন মানবীয় ও ধর্মীয় শিষ্টাচার বর্জিত বেসামাল অশ্লীল

কথাবার্তা বলে, তখন আমার মনে চায় না, এদের ব্যাপারে মুখ খুলি, এমনকি এদের নাম উচ্চারণেও মনের উপর চাপ ও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কী অসীম ধৈর্যের পরিচয়ইনা দিয়েছেন!!

"অতএব, কুদরত ও রহমতের নিদর্শন তোমাকে দান করা হলো"– ঐশী বাণীটিকে ব্যঙ্গ করে লেখরাম বলেছে, "খোদা বলেন, আমি তোমাকে কঠিন শাস্তির নিদর্শন দিয়েছি। রহমতের নিদর্শনতো কোন হিজরা বেশ্যাদালালের হোটেলটিই ছিল।" ঐ নির্লজ্জ, লাঞ্ছিত, ইতর ব্যক্তিটা যার জীবন ও জ্ঞানের বহর ঐসব অশ্লীল কথায় সীমিত সে কিনা সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুগত মহান দাসের সঙ্গে! তিনি (আঃ) বলেছেন, "হে বিজয়ী তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক" এই এলহামটি আমার উপর নাযেল হয়।" লেখরাম বলে, "হে অবিশ্বাসী ও প্রতারক! তোমার উপর দুঃখ-কষ্ট পতিত হোক" এ বাক্যটি নাকি তার কৃত্রিম খোদা তার প্রতি এলহাম করে প্রতি উত্তরে।

"খোদাতাআলা বললেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যাতে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পায়।" লেখরাম এ ঐশীবাক্যটির বিদ্রুপাত্মক রূপ দিয়েছে এই বলে' "খোদা বলেন যে, আমি শীঘ্রই এই ভন্ডকে আগুনে নিক্ষেপ করবো এবং কবর থেকে বের করে জাহান্নামে দিবো।" অতঃপর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রকাশিত ঐ মহান ভবিষ্যদ্বাণীটিতে আল্লাহ্ বলেন, "অতএব, তোমাকে সুসংবাদ দান করা হচ্ছে যে, এক মহামর্যাদাবান পবিত্র পুত্র তোমাকে দেয়া হবে, এক ধীমান পুত্র সন্তান তুমি পাবে। ঐ পুত্র তোমারই ঔরশে জন্মলাভ করবে।" এর উপর লেখরামের নোংরা মন্তব্য হচ্ছেঃ "খোদা এ বাক্যটি শুনে মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, 'তুমি কি এ প্রতারণাটি বুঝতে পেরেছো?' সে নিবেদন করলো, 'আমিতো দুই ক্রোশ ব্যবধানে থাকি। আমি কী ক'রে জানবো যে, সত্যিই পুত্র জন্মলাভ করবে?" এমনিধারায় সে প্রত্যেকটি ঐশী বাণীর প্রতি বিদ্রুপ করে এবং ব্যাঙ্গ ও টিপ্পনি কেটে আল্লাহর প্রতিটি কথাকে তুচ্ছ করার প্রয়াস পায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ বলেছেন, "সে প্রতিশ্রুত পুত্র অত্যন্ত মেধাবি ও প্রতিভাবান হবে"। সে বলে, "খোদা বলেছেন, সে অত্যন্ত ভোঁতা ও বোকা হবে।" খোদা বলেছিলেন, "সে সহিষ্ণু ও গাম্ভীর্যশীল হবে।" লেখরাম বললো, "খোদা বলেন, সে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের হবে।" আল্লাহ্ বলেছিলেন, "সে পুত্র জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।" লেখরামের কল্পিত খোদা তাকে জানায় যে, "বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম জ্ঞান থেকে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।"

মোট কথা, এই প্রলাপে অগ্রসর হতে হতে সে অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণী করলো, "আপনি বলছেন যে, ছয় বছরের মধ্যে আমি মারা যাবো। আমার ভবিষ্যদ্বাণী যা খোদা আমাকে জানিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তিন বছরের মধ্যে আপনি আপনার সন্তান-সন্ততি সহ কাদিয়ানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। মানুষেরা জিজ্ঞেস করলে কাদিয়ানবাসী কিছুই জানবে না, কে এসেছিল, আর কে-ই বা চলে গেলো।" সুতরাং এই ধারায় উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী উহার যৌক্তিক চূড়ান্ত মাত্রায় উপনীত হলো। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কেন আল্লাহ্তাআলা সতর্ক করার জন্য ছয় বছরের মেয়াদকাল নির্ধারণ

করলেন। কেননা, পূর্ণ তিন বছর পর্যন্ত লেখরামের নিয়তিতে নির্ধারিত হয়েছিল, সে যেন নিজের চোখের সামনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদকে লালিত-পালিত হয়ে উঠতে দেখতে পায় এবং লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয় তার নিজের ঐ উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন হবার দরুন, যেমন সে বলেছিল, "যা ভূমিষ্ঠ হবে তা হচ্ছে কোন রক্তপিন্ড এবং তা-ও কয়েক দিনের মধ্যে মারা যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

অতএব, উক্ত সব বিষয় লিপিবদ্ধ করার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ছয় বছরের মধ্যে লেখরামের ধ্বংস হবার সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা এই অর্থে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল যে, ১৮৯৩ সনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছিল এবং ১৮৯৭ সনে তাঁর বয়স আট কি সাড়ে সাত বছর হয়েছিল, অতএব, লেখরাম সাত-আট বছর বয়সের সেই বালককে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় কাদিয়ানে দেখলো এবং শোনলো, যার সম্পর্কে সে বলতো যে, তিন বছরের মধ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর বংশধরের কোন চিহ্নই থাকবে না। তারপর লেখরামের নিশ্চিহ্ন হবার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো। এখানে এর বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আপনারা সবাই ভালোভাবেই জানেন যে, (৬ই মার্চ, ১৮৯৭ইং তারিখে কোরবানীর) ঈদের সংলগ্ন দিন শনিবারে এরূপ যুবকের ছুরিকাঘাতে লেখরাম নিহত হলো যেরূপ কিনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কাশ্‌ফে দেখে ঘোষণা করেছিলেন। ঐ যুবকটিকে সে নিজে তার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। সে মুসলমানদের মধ্য থেকে হিন্দু হিসেবে তার সাথে তার ঘরেই বাস করতো। ছুরিকাহত হবার পর দীর্ঘসময় পর্যন্ত লেখরামের মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গোবৎসের মত চীৎকার বেরুতে থাকে, যা হাসপাতালের ডাক্তারগণ ঐ মর্মেই রেকর্ড করেছেন। কিন্তু ঐ আততায়ী যুবকটির কোনও সন্ধান পাওয়া গেলো না, সে উধাও হয়ে গেলো। তিনতলা বিশিষ্ট বিল্ডিং-এর ছাদের উপর থেকে সে লাফ দিয়ে পেছনের দিকে যেতে পারতো না। যখন তার ছুরিকাঘাতে লেখরাম চীৎকার করতে থাকে তখন তার স্ত্রী শোরগোল তুলে দিলো। নীচে সবটা আর্যসমাজী হিন্দুদের বাজার ছিল। বাজার ভরা মানুষ অপেক্ষমান ছিল দেখার জন্য যে, কী ঘটলো। কিন্তু লোকজন দৌড়ালো গৃহের একমাত্র প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় কী ঘটলো তা দেখার জন্য, কে সেই ব্যক্তি যে এতোবড়ো যুলুমের কাজ করলো। কিন্তু তার কোন চিহ্নই ছিল না, প্রাচীরের ভেতরে-বাইরে কোথাও না। এই নিদর্শনটি যখন ঘটে গেলো, তখন অদ্ভুত আরেকটি নিদর্শন সেই সাথে এরূপ প্রকাশিত হলো যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি এতো বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও কোন আর্যসমাজীর পক্ষে থানায় এজাহার লিখাবার সুযোগ হলো না এই বলে যে, এটা তাঁর কীর্তি অথবা তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলে ওরূপ সংঘটিত হয়েছে। পত্রিকায় কেউ কেউ লিখলেন যে, এই হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যে মির্যা সাহেব নিশ্চয় হয়তো লোক পাঠিয়ে ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই (মিথ্যে) অভিযোগের যুক্তিযুক্ত জোরালো উত্তর দান করেন। তিনি বলেন, "যদি আমি মানুষ পাঠিয়ে থাকতাম, তাহলে সে কোথায় বিলীন হয়ে গেলো? তাকে তোমরা ধরতে এবং দেখাতে

কোথাও?! তার কোনও নাম-ঠিকানা থাকলে তা-ই পেশ করতে, কে সেই ব্যক্তি, তার নাম-নিশানা পর্যন্ত হঠাৎ এ জগৎ সংসার থেকে উঠে যাবে?! কোনও অস্তিত্বের আকারে তাকে আর দেখাই যাবে না, তা কী করে হয়?" কিন্তু এতো বিদ্বেষ ও শত্রুতা সত্ত্বেও এজাহার লেখাবার কারই সুযোগ হয়ে ওঠে নি।

যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লিখেন, "এরা বলছে যে, আমার চক্রান্তে ওরূপ ঘটেছে। অতএব, আমি ঘোষণা করছি যে, এই আর্য সমাজীদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিও যদি এরূপ থাকে, যে খোদার কসম খেয়ে বলতে পারে যে, মির্যা সাহেবের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ওরূপ ঘটেছে, সে আততায়ী তাঁরই পাঠানো ব্যক্তি ছিল, তারপর উক্ত ঘোষণাকারী ব্যক্তি যদি এক বছরের মধ্যে স্বয়ং ভয়াবহ শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়ে বধ না হয় তাহলে আমার সঙ্গে যেন সেই ব্যবহারই করা হয়, যা হত্যাকারীর সাথে করা হয়ে থাকে।" অতএব এতো বিশাল ভারতবর্ষে এতো শক্তিশালী হিন্দুদের আর্যসমাজ নামে যে একটি শাখা ছিল, তাদের ভেতর থেকে এক জনেরও কোন মোকাবেলায় বেরিয়ে না আসা–এটা নিঃসন্দেহে আরেকটি ভীতিপ্রদ শিক্ষণীয় নিদর্শন, যা ঐ জাতির উপর ছেয়ে পড়েছিল।

অতএব, আমাদের খোদা তিনিই, যিনি প্রথম ফেরাউনকে ধ্বংস করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ফেরাউনকেও ধ্বংস করলেন। আমাদের খোদা তিনিই, যিনি প্রত্যেক লেখরামের মোকাবিলা করতে জানেন, যাঁর ক্রোধ ও কহরের ছুরি থেকে কোনও লেখরামেরও প্রাণ রেহাই পেতে পারে না। অতএব, আমি সকলের দৃষ্টি (মুবাহালা সংক্রান্ত) দোয়ার দিকে আকর্ষণ করছি। সেই ইশ্‌তেহার, যা নিখিল বিশ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে সমস্ত দুনিয়া জুড়ে আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে শত্রুতাপোষণকারী, কুফরী ফত্‌ওয়াদানকারী ও মিথ্যারোপকারীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল-ঐটি মুবাহালার প্রকাশ্য ঘোষণা। ঐটি এখন আমার হাতেই রয়েছে। এই ইশ্‌তেহারে তারা আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে যে-সব অপবাদ-অভিযোগ এখনও উত্থাপন করছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির জবাবে আমি বলেছিলাম আমরা ঘোষণা করছি ঃ 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" (যারা মিথ্যাবাদী, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও লা'নত বর্ষিত হোক)। **তোমরাও খোদার নামে কসম খেয়ে ঘোষণা কর এই বলে যে, তোমরা সত্যবাদী তোমাদের এই দাবীতে যে, ঐ সবই হচ্ছে আহ্‌মদীদের আকীদা-বিশ্বাস। তারপর দেখো, খোদাতাআলা তোমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেন এবং আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেন!**

আজ প্রায় দশ বছর পেরিয়ে গেলো, ১৯৮৮ইং সনে ঐ মুবাহালার ঘোষণাটি করা হয়েছিল। এখন ১৯৯৭ সন। সে দিক থেকে দশ বছরের সূচনা হয়েছে। সেই একই ঘোষণা আজ Friday the 10th (খোৎবা-জুমুআর মাধ্যমে) পুনরায় আমি প্রদান করছি। এ ঘোষণাটি (এখন) আমার হাতে রয়েছে যা ঐ মৌলবাদিদের কাছে খুব ব্যাপকভাবে পৌছানো হয়েছে। এখন যে-সব এলযাম ও অভিযোগ তারা প্রকাশ

করেছে, সেগুলোর সম্পর্কে তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে সমগ্র দেশ জুড়ে ঘোষণা করুক যে, "আমরা মুবাহালাতো করি না কিন্তু লা'নত বর্ষণ করি এই বলে যে, আমরা যদি মিথ্যেবাদী হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের উপর লা'নত বর্ষিত করুন এবং আমাদেরকে নির্মুল-নিশ্চিহ্ন ও লাঞ্ছিত করে দিন।" যদি মৌলবীদের সাহস থাকে, তাহলে এই চ্যালেঞ্জটি তারা গ্রহণ করুক। তারপর দেখুক, খোদাতাআলা তাদের সাথে কী ব্যবহার করেন।

খোদা করুন, যেন জাহালত ও অজ্ঞতাপূর্ণ এই সাহস তাদের নসীবে ঘটে যায় (অর্থাৎ উক্ত সাহস দেখাবার দুর্ভাগ্য তাদের লাভ হয়)। কেননা, যখন তারা প্রচুর মিথ্যে কথা বলছে তখন এ মিথ্যেটিও বলুক। এবার আরও কিছুটা অধিক মাত্রায় লা'নতকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে উল্লেখিত কথাগুলো ঘোষণা করুক। যদি তারা তদ্রুপ করে তাহলে আমি নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাদের লাঞ্ছনাকে স্পষ্টাকারে প্রকাশিত করবেন এবং বিস্ময়াতীত শিক্ষণীয় নিদর্শন একটি নয়, বরং বহু নিদর্শন বহু বার দেখাবেন। অতএব আপানারাও দোয়া করুন। আমিও দোয়া করছি। তারাও (মৌলবীরা) যতটা যা পারে, জোর খাটাক। দোয়া করুক। যা মনে চায়, তাই করুক। কিন্তু তাদেরকে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যদি আপনারা এতো দোয়া করেন যে, জিহ্‌বায় যখম পড়ে যায় এবং এতো কেঁদে কেঁদে সিজদায় পতিত হন যে, নাক খসে যায় এবং অশ্রুপাতে চোখ বসে যায় এবং পলক ঝরে যায় এবং অতিরিক্ত কান্নাকাটির দরুন দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, আর পরিশেষে মস্তিষ্কশূন্য হয়ে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন অথবা অনিদ্রাজনিত উন্মাদনার শিকার হন, তথাপি আপনাদের ঐ দোয়া গৃহীত হবে না। খোদার কসম, আমি বিজয়ী হবো এবং খোদাতাআলা আমার সাহায্য সহায়তা করবেন। তোমাদের সমর্থনে কোনও নিদর্শন প্রকাশিত করবেন না।" এই হচ্ছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সেই লেখাটির সারসংক্ষেপ। অতএব, এরই উপর আমি এই খোৎবা সমাপ্ত করছি।

আসুন, এখন আমরা রমাযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এই রমাযানের সব রকমের বরকত ও আশিস দান করুন। নেতিবাচক নিদর্শনাবলী উল্লেখিত এই সকল লোকের স্বপক্ষে প্রকাশিত হোক এবং ইতিবাচক নিদর্শানবলী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের স্বপক্ষে প্রকাশিত হোক। (আল্-ফযল ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনুবাদ ঃ মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী)

মুবাহালার বিস্ময়াতীত ঈমানবর্ধক কিছু ফলাফলঃ

বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামাতের অনন্য সাফল্য এবং আহ্‌মদীয়ত-বৈরী মৌলবাদীদের চরম ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনাজনক পরিণামের মর্মস্পর্শী বিবরণঃ

(ইউ-কে সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রদত্ত হুযুর (আইঃ) -এর ভাষণ থেকে)

২৬শে জুলাই (৯৭ইং) জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) মুবাহালা প্রসঙ্গে বলেনঃ **১০ই জানুয়ারী ৯৭ইং রামাযুনুল-মুবারাকে আমি বিশ্বের সকল বৈরী উলামাকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলাম যেন প্রত্যেক পক্ষ নিজস্বভাবে দোয়া করেন যাতে সত্য জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশিত হয়। ইতোপূর্বে ১৯৮৮ সালের মুবাহালাটি ছিল বিশেষ কিছু সংখ্যক ঘোর বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে (যাদের সর্বশীর্ষে ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর হক)। তাদের অধিকাংশই তখন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যান, বিশেষতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে উভয় পক্ষের একত্রিত হবার কথা তুলে তারা আস্ফালন করতে থাকেন।**

উল্লেখ্য যে, ১৫ই মার্চ, ১৮৯৭ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইশ্‌তেহারের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ **"তারা স্বস্থানে এবং আমি স্বস্থানে খোদাতাআলার সমীপে যেন দোয়া করি।** তারা এই দোয়া করুক যে, 'ইয়া এলাহী! এই ব্যক্তি যে মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করে যদি সে মিথ্যা দাবীকারক হয়ে থাকে এবং আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী সাচ্চা এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত তোমার মকবুল বান্দা হয়ে থাকি তাহলে এক বছরের মেয়াদকালে কোন অলৌকিক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে নিদর্শনস্বরূপ আমাদের অবহিত কর এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে উহা বাস্তবায়িত কর। এর মোকাবেলায় আমি দোয়া করি, 'ইয়া ইলাহী! যদি তুমি জান যে, আমি তোমার তরফ হতে প্রেরিত এবং সত্যিকারভাবে মসীহ মাওউদ হয়ে থাকি তাহলে (লেখরাম সংক্রান্ত ৬ই মার্চ তারিখে যে উজ্জ্বল নিদর্শনটি সংঘটিত হলো এতদ্ব্যতীত–সংকলক) আরেকটি নিদর্শন ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত কর এবং এক বছর কালের মাঝে তা বাস্তবায়িত কর।" পরিশেষে তিনি আরো লেখেন, "খোদাতাআলার প্রিয় নেক বান্দাগণ দোয়ার কবুলিয়তের দ্বারা সত্যবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। **এই সকল দোয়ার জন্য জরুরী নয় যে, তা কোথাও সামনা-সামনি উপস্থিত হয়েই করতে হবে।** বরং বিরুদ্ধবাদী পক্ষের উচিত কোন বিশেষ ইশ্‌তেহার দ্বারা আমাকে অবহিত করা এবং নিজেদের গৃহে বসে দোয়া শুরু করে দেওয়া।"

হুযুর (আইঃ) বলেন, আমার চ্যালেঞ্জটি হুবহু উক্ত বিষয়-বস্তু সম্বলিতই ছিল। আমি উলামাকে বলি যে, উভয় পক্ষের একত্রিত হবার প্রয়োজন নেই। আমরা আহ্‌মদীরা সবাই নিজেদের গৃহে থেকে দোয়া করতে থাকবো। তোমরাও জোর

লাগাও এবং সাধ্যমত যা পার কর। একটি কথা স্মরণ রেখো যে, তোমরা মিথ্যেবাদী সাব্যস্ত হবে এবং আমরা সত্যবাদী।

আশাতীতভাবে এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে গেলো যে, পাক-ভারতের উলামা আমার এই মুবাহালা গ্রহণ করে নিলেন। যদিও আগের বার, তাঁদের মতে কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সামনা-সামনি একত্রিত হওয়া জরুরী ছিল, তথাপি **এবার তাঁদের সেই কুরআনভিত্তিক অবস্থান থেকে তাঁরা নিজেরাই সরে দাঁড়ালেন।** খোলাখুলিভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, "এ বছরটি হবে আহ্‌মদীয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার বছর।' তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডের আহলে সুন্নতদের নেতৃস্থানীয় উলামাসহ তাদের নায়েব আমীর মোহাম্মদ আকবর যিরক বিবৃতি দিলেন' "মির্যা তাহেরের চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আহলে সুন্নত উলামা কাদিয়ানীদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্য দোয়া করেছেন এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের অপেক্ষায় আছেন।" তারা বলেন, "কাদিয়ানীদের অবলুপ্তির আভাস ও লক্ষণাবলী শীঘ্র আপনারা দেখতে পাবেন।" (হুযুর বলেন, এখন আপনারা বিস্ময়ের সাথে এই জলসায় এবং আহমদীয়তের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে সব লক্ষণই অবলোকন করছেন!)

"৩১ মে ৯৭ ইং যুক্তরাজ্যে 'কাদিয়ানীয়তের ফেৎনা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপনের ঘোষণা; ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের সকল মসজিদে উক্ত দোয়া অনুষ্ঠিত।' (সাপ্তাহিক 'আওয়াজ'-ইন্টারন্যাশনাল' -এ উক্ত শিরোনাম সহ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া লণ্ডনস্থ দৈনিক "জঙ্গ" এর ১লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হয়।)

হুযূর (আইঃ) বলেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্ এইরূপে মুবাহালার পক্ষে দীর্ঘকালীন যে বিভ্রাট লেগে থাকতো, কোন না কোন অজুহাত তৈরী করে তারা পলায়ন করতো, তার অবসান ঘটলো এবং উভয় পক্ষ একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বীরদর্পে বেরিয়ে পড়লো।

মুবাহালার কিছু ফলাফলঃ

মুবাহালার আট দিন অন্তর আহ্‌মদীয়তের এরূপ এক দুশমন বধ হলো যার দরুন সারা পাকিস্তানে মৌলবাদীদের মাঝে মাতম লেগে গেলো। পত্রিকাগুলোতে শিরোনাম বেরুলোঃ 'সিপাহ্ সাহাবা'- এর প্রধান মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকীর অপমৃত্যু; লাহোরে বোমা বিস্ফোরণে ফারুকী সহ ৩০ ব্যক্তি নিহত। লাশগুলো অগ্নিদগ্ধ, বহু সংখ্যক গাড়ী ধ্বংস, চতুর্দিকে কেবল রক্ত আর রক্ত।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ঘটনা ঘটার বেশ আগে ক্রাইডেনের একজন আহমদী উক্ত মৌলবীর ঐ শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট স্বপ্নও দেখেছিলেন, যা তিনি হুযুরকে লিখে জানিয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক বৈরীদের ভয়াবহ অপমৃত্যুর ঘটনাও সংঘটিত হয়।

চকসিকান্দরে আহ্‌মদীয়া জামাতের উপর ভয়াবহ দাঙ্গা ও অত্যাচারের অন্যতম নায়ক মৌলবী নেওয়ায আসামী হিসেবে ধরা পড়ার ভয়ে জর্দানে আশ্রয় নেয়। মুবাহালা ঘোষণার কিছু দিন পরেই সেখানে তার মাথায় এক ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং চোখে পোকা জন্ম নেয়। দেখতে দেখতে চেহারা ভীষণ বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে। সেখানে চকসিকান্দরের অধিবাসী নাসীর নামে একজন আহমদী ছিলেন। তাঁর মা ও স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে উক্ত সন্ত্রাসী মৌলবীর অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তথাপি নাসীর সাহেব তাকে ঐ অসহায় অবস্থায় দেখে বেশ কয়েকদিন তার সেবা-শশ্রুষা করেন। এরপর তার সকাতর অনুরোধে নিজ খরচে তাকে বিমানযোগে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেন। মৃতপ্রায় হয়ে সে মৌলবী চকসিকান্দরে পৌছুলে ঘৃণায় কেউ তার কাছেও ভীড়েনি। পোকা পড়া তার চোখ ও চেহারার উপর মাছি ভন-ভন করতে থাকে। এমতাবস্থায় কয়দিনের মধ্যে চরম লাঞ্ছনা ও যাতনায় সে মারা যায়।

সিন্ধু প্রদেশে অনুরূপ আরেক প্রখ্যাত বৈরী মৌলবী মোঃ সালেহ হুনহার আহমদীদের হত্যা করতো। এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিয়েই হত্যা করতো। ডাঃ মুনাওয়ার এবং ডাঃ আকীল দুজন আহমদীকে সে-ই হত্যা করেছিল। উক্ত মুবাহালার পর ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৯৭ ইং সে স্বয়ং তার পুত্রদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। প্রথমে তারা তাকে বিষ খাওয়ায়, তাতে সে মারা না গেলে তাকে তারা গুলি করে। গুলি খেয়েও সে উঠে পালাবার চেষ্টা করাতে তারা তাকে চেপে ধরে এবং তার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। এমনি করে অত্যন্ত দুঃখ যাতনা ও লাঞ্ছনার সাথে তার জীবন সাঙ্গ হয়। পুলিশের সামনে তার ছেলেরা বলে, "সে অত্যন্ত এক পাষণ্ড পাপাচারী ছিল, তার অত্যাচারে ঘরেও সবাই অতিষ্ঠ ছিল। অতএব, তাকে আমরা মেরে ফেলেছিল।" গোসল কাফন ছাড়াই তাকে দাফন করা হয়।

আরেক প্রখ্যাত বৈরী ছিল মালাক মঞ্জুর এলাহী আওয়ান। আসলাম কোরেশী উধাও হলে ঐ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম হুযুরকে তার হত্যাকারী বলে জোরে-শোরে দেশব্যাপী অপবাদ দিয়ে বেড়াতো। বিগত ৮৮ইং সালে ঘোষিত মুবাহালার একমাস পরেই আসলাম কোরেশী অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলে তার অপবাদ নির্জলা মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে বিরত হয় নি, বরং নির্লজ্জভাবে বলে বেড়াতো যে, আসলাম কোরেশীর মাথা খারাপ হয়েছে- সে বলে যে, মির্যা তাহের আহ্‌মদ তাকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা করেন নি, বরং তার কথাই সত্য, অন্যথায় তাকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়। এ কথা সে আসলাম কোরেশীর ফিরে আসার আগেও বলেছিল। এখন তা আরও জোরে-শোরে বলতে লাগলো। তাছাড়া হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে মৌলবীদের সেই প্রিয় জঘন্য মিথ্যাটিও সে বলে বেড়াতো। ইতোমধ্যে তার পালক পুত্র সহসা তার বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। তারপর তার এক ভাতিজা বা ভাগনে আহমদী হয়ে গেলো। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী বলে সাব্যস্ত হলো সে। মানুষদেরকে

তার চাচা বা মামা সম্পর্কে জানাতে আরম্ভ করলো যে, সে অত্যন্ত এক নির্লজ্জ, হীনমন্য ও হিংস্র স্বভাবের ব্যক্তি। সেজন্য সে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলো এবং এই আহমদী ভাতিজার প্রাণের শত্রু হয়ে গেলো। সেই নবদীক্ষিত আহ্‌মদী হুযুর (আইঃ)-কে মনযুর এলাহীর আক্রমণাত্মক ভূমিকা এবং নিজের অসহায়ত্বের বৃত্তান্ত লিখে দোয়ার জন্য আবেদন জানালো। আরেকজন বিশিষ্ট আহমদীও উক্ত ঘটনা সম্পর্কে হুযুরকে অবহিত করলেন। হুযুর সে নবদীক্ষিত আহ্‌মদীকে নির্দেশ পাঠালেন, সে যেন তাকে হুযুরের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ পৌছে দেয় যাতে ঐশী-নিদর্শন প্রকাশিত হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে মনযুর এলাহী আওয়ান এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘন ঘন পায়খানায় যেতে আরম্ভ করলো এবং অবশেষে তাকে পায়খানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সেখান থেকে তাকে উলঙ্গ ও মৃত অবস্থায় টেনে বের করা হয়।

আইভরীকোষ্টের ঘোর আহ্‌মদীয়ত বিরোধী এক আলেম অনেক বুঝানো সত্ত্বেও বিষোদ্‌গার ও গালি-গালাজ থেকে বিরত হতো না। অন্য কারো নামে পাঠানো টিকেটে তাকে বঞ্চিত করে সে নিজেই হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে চলে যায়। হজ্জের সময় সেখানে আগুন লাগার দুর্ঘটনার একদিন আগে সে তার সঙ্গীগণসহ খানা-কাবার গেলাফ ধরে মুবাহালা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে দোয়া করে। তখন সেখানে উপস্থিত ক'জন আহমদী তা প্রত্যক্ষ করেন। তারপর অগ্নিসংযোগের দুর্ঘটনাকালে সেই ঘোর বিরোধী আলেম পদপিষ্ট ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

শ্রীলংকার এক ঘোর বিরোধী মৌলবী সেখানকার একটি জামাতের সকলকে বাড়ীঘরসহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন করে। আহমদীরা সেখানে মুবাহালার লিফলেট উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে কিছু যুবক সেই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ উক্ত মৌলবীর কাছে পেশ করে এবং তা গ্রহণ করে ঘোষণা করতে বলে। কিন্তু মৌলবী তাতে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং তার সে অবস্থা দেখে যুবকদল ঐ সভা পণ্ড করে দেয় এবং সেই মৌলবী ও তার সাথীদের সেখান থেকে মারধর করে বিতাড়িত করে।

রাবওয়ায় অবস্থিত অ-আহমদী মসজিদে খতমে নবুওয়ত পরিষদ নিযুক্ত প্রখ্যাত ঘোর বিরোধী মৌলবী আল্লাহ্‌ওয়াসায়া। সে ঐ মসজিদের লাউড স্পীকারের দ্বারা রাতদিন অশ্লীল গালি-গালাজ করতো এবং সব সময় বিভিন্নভাবে আহ্‌মদীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়নে লিপ্ত থাকতো। মুবাহালার পরে পরেই সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় মুবাহালার নিদর্শনে পরিণত হয়।

তাঞ্জানিয়ায় আহ্‌মদীয়তের এক ঘোর বিরোধী মৌলবী শেখ চী-টিটে মিশরে পড়াশুনা করে ফিরে এসে নিজের এলাকায় প্রত্যহ আহ্‌মদীয়তের কুৎসা করতো এবং মানুষকে বাধাদান করতো। তার সামনে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ পেশ করা হলো এবং বলা হলো, "এই মুবাহালার আঘাত তোমার উপর পতিত হবে।" এরপর দু'দিনের মধ্যে পুলিশ তাকে এক জঘন্য কুকর্মের দরুন গ্রেপ্তার করে। সে এখন জেলে।

মুবাহালার ঘোষণার পর পাকিস্তানের সাধারণভাবে ধ্বংসাত্মক অবস্থার দ্রুত অবনতি মুবাহালার সফলতারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। উলামাদের সংঘ-সংস্থাগুলোর মধ্যে বিভেদ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এ বছর বিগত কয়েক মাসে ৫৫ জন বাঘা বাঘা মৌলবী নিহত হন এবং ৩১জন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। সারা দেশব্যাপী মুবাহালার পরবর্তীকালে ধর্মীয় সহিংসতা সন্ত্রাসের ফলে ২৬৪৪ জন নিহত এবং অগণিত ব্যক্তি আহত হয়। গ্যাংরেপ বা গণধর্ষণ সেখানকার ইসলামের যেন জরুরী চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল সরকারী রেকড অনুযায়ী কেইসের সংখ্যা ৩১৪ এবং অধিকাংশ তো থানায় যেতেই দেয়া হয় না।

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি ন্যাশন' -এর ২৩-২৯শে মে সংখ্যায় পাকিস্তানের আইন-উপদেষ্টার বিবৃতি প্রকাশিত হয়, 'ধর্মীয় সন্ত্রাসের দরুন ১৯৯৭ সালের প্রথম চার মাসে নিহতদের সংখ্যা বিগত চার বছরে নিহতদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।' প্রধান মন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক কলহ ও দাঙ্গাজনিত সমস্যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।"

মাওলানা মওদুদীর পুত্র হায়দার ফারুক মওদুদী বিবৃতি দিয়েছেন, "পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর কাযী হুসেন আহমদ হচ্ছেন জামাতে ইসলামীর জন্যে ক্যান্সারস্বরূপ।"

হুযুর বলেন, এ (ক্যান্সার) শব্দটি, যা তারা আমাদের সম্পর্কে ব্যবহার করতো, এখন তারা ওটা একে অন্যের সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে।

আহ্‌মদীয়তের বিনাশ সাধন এবং নিজেদের ঐক্যের জন্য ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের মসজিদগুলোতে সমবেত হয়ে যে সকল উলামা দোয়া ক'রে পত্র-পত্রিকায় মুবাহালা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, হ্যালিফাসে অবস্থিত (তাদের) মসজিদে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। কমিটিসমূহ আন্তঃকলহের দরুন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। বুট পরিহিত পুলিশ মসজিদে প্রবেশ করতে থাকে। পুলিশের প্রহরাধীন নামায আদায় করতে হয়। কারণ হচ্ছে, ইউরোপিয়ান কমিটি গঠনের দরুন ৮৫ হাজার পাউণ্ড গ্রান্ট পাওয়া গিয়েছিল। তাদের দু'টি দলই ঐ অঙ্কের টাকাটা একা গ্রাস করতে চায়। যার ফলশ্রুতিতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে–যেমন হাড্ডি নিক্ষেপে কুকুরদের মধ্যে কলহ বাধে। তাদের প্রত্যেকেই ঐ টাকার জন্য আত্মবিসর্জনে তৎপর। উল্লেখ্য যে, আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে তাদের 'দোয়া দিবস' পালনের কিছু দিন পরেই তাদের নেতা এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে অনুবাদ ও সংগ্রহ :
মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ)

বিগত বছরে বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামাতের অনন্য সাফল্য ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

এ বছর সর্বমোট বয়াত বিশ্বব্যাপী ৩০,০৪,৫৮৪

ফ্রেঞ্চভাষী জাতিসমূহের বিপুল সংখ্যায় আহ্‌মদী হওয়ার ভবিষ্যাণী সম্বলিত রুইয়ার সময় বিশ্বব্যাপী ফরাসীভাষী আহ্‌মদী ছিল ৫৩,৪৪৬ জন। এরপর ১৯৯৪-এ এক লক্ষ সাতাশ হাজার, ১৯৯৫-এ তিন লক্ষ অষ্টাশি হাজার, ১৯৯৬-এ সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ও এ বছর ষোল লক্ষ সত্তর হাজার একুশ জন ফরাসীভাষী বয়াত করেন।

আইভরীকোষ্টের এক ইমাম বয়াত করেছেন। তাঁর অধীনে ৯৬টি লোক গ্রামের বয়াত করেছে। তিনি ইউ. কে. জলসায় উপস্থিত ছিলেন এবং নিজ ভাষা হিংলা-তে সবার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন একজন ফরাসী এবং তা থেকে আরেকজন উর্দুতে ইহা অনুবাদ করেন। হুযুর (আইঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন একশত গ্রাম হতে কতদিন লাগবে। উত্তরে তিনি দোয়ার আবেদন করেন যেন পুরো আইভরীকোষ্টে আহ্‌মদীয়ত বিস্তার লাভ করে।

আফ্রিকার এক গ্রামে মুবাল্লেগ গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্য তবলীগ করতে পারেননি। এমন সময় লোকেরা এসে বলেন যে, এই এলাকায় কয়েক মাস যাবৎ বৃষ্টি হয়নি, ঐদিন তাঁর আগমনেই বৃষ্টি এসেছে। এতদৃষ্টে ৭,৪৬০ জন বয়াত করেন।

ভারতে এ বছর অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বয়াতের সংখ্যা ২,৮১,০০৯। অনেক বিরোধিতাও সেখানে দানা বেঁধেছে। কিন্তু সেখানকার আহ্‌মদীরা আল্লাহ্‌র ফযলে দৃঢ় আছেন। সেখানে এমনও হয়েছে যে, আহ্‌মদীয়তের জন্য স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে। বয়াতের বড় অংশ পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে হয়েছে।

বুরকিনা ফাঁসোর আমীর সাহেব এক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হন এবং বাঁচার তেমন আশা ছিল না। তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর আঘাত নিয়ে বিদ্রুপকারী মৌলবী এক অবর্ণনীয় মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

এ বছর ক্রোয়েশিয়াতে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১৫৩টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হল।

এ বছর ২২৩৬টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৫৭৬টিতে জামাতের সংগঠন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন মসজিদ এ বছর ১০৬টি তৈরী হয়েছে। ৮০৯টি মসজিদ মুসল্লীসহ হাতে এসেছে।

হিজরতের পর ১৩ বছরে পাকিস্তানে বড় জোর ৩০/৪০টি মসজিদ হাতছাড়া হয়েছে। আহ্‌মদীরা অন্য ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হলেও মসজিদ রক্ষার ক্ষেত্রে সাহসী বলেই সরকার মসজিদ দখলে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশন দেয়। এ কুরবানীর ফলস্বরূপ ৫,০৪৫ টি মসসিদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে সিয়েরালিওন। এরপর আছে বুরকিনা ফাঁসো, আইভরীকোষ্ট, সেনেগাল ও গিনিবিসাউ।

আগামী বছরকে হুযুর (আইঃ) মসজিদের বছর হিসাবে ঘোষণা করেন।

(সংগ্রহ : আব্দুল্লাহ শামস্ বিন তারেক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে মৌলানা উবায়দুল হক সাহেব সহ আহমদীয়া-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলেমদেরকে

মোবাহালার চ্যালেঞ্জ!

সৎসাহস নিয়ে
এই দোয়ার মোকাবিলায়
অবতীর্ণ হোন ॥

গত ১৪ই নভেম্বর '৯৭ খতমে নবুওত সংগঠনের সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে মৌলানা উবায়দুল হক সাহেব ধর্মচর্চার ছদ্মাবরণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছেন। এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি নাকি আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই:) প্রদত্ত মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। (সাপ্তাহিক খেলাফত ১৭-২৩ নভে: '৯৭, সাপ্তাহিক ডে-নাইট ২৪/১১/৯৭ দ্রষ্টব্য)।

তার এই বিবৃতির পাশাপাশি তিনি যে সব বিভ্রান্তিকর বিষয় যুক্ত করছেন তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। একদিকে তিনি মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বলে ঘোষণা দিচ্ছেন আবার অপরদিকে বলছেন, তিনি বাহাসও করবেন। আরও বলছেন, তিনি 'শালিস'-ও বসাতে চান। পুনরায় বলছেন, উভয় পক্ষকে ১ লক্ষ টাকা করে জামানত জমা রাখতে হবে। এতে মনে হয় তিনি মোবাহালার বিষয়টি আদৌ জানেন না অথবা তিনি জেনেও না জানার ভান করছেন। তার এসব বিভ্রান্তিকর বক্তব্য আমাদের সন্দিহান করে তুলেছে। মোবাহালা গ্রহণ করার নামে এ ধরনের ইসলামী-শিক্ষার পরিপন্থী দাবী ইতোপূর্বে একশ্রেণীর পাকিস্তানী উলামারাও উত্থাপন করেছেন। যুগ-খলীফাকে কখনও মক্কায়, কখনও বা লাহোরের মিন্টো পার্কে সামনাসামনি উপস্থিত হবার দাবীও তারা উত্থাপন করেছিলেন। মৌলানা উবায়দুল হকের মুখে আজ যেন তাদেরই দাবী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ॥

সত্য-মিথ্যা প্রকাশকারী নিদর্শনের জন্য বিবদমান দুই পক্ষ আল্লাহর সমীপে দোয়া করবে – এই হচ্ছে মোবাহালার মূল বিষয়। যখন বাহাস, যুক্তি-তর্ক ও আলোচনা এসব কিছু কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, আর সত্যের প্রতিপক্ষ দল এরপরও সত্যের বিরোধিতায় হঠকারিতা দেখাতে থাকে, তখন মীমাংসার ঐশী-পন্থা হলো, উভয় পক্ষ নিজেরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করবে এবং মিথ্যাবাদী প্রতিপক্ষের জন্য আল্লাহ্‌র অভিশম্পাতের নিদর্শন প্রার্থনা করবে ঃ

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাকে তুমি বল, এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং (তোমরা) তোমাদের পুত্রগণকে, (আমরা) আমাদের নারীগণকে এবং (তোমরা) তোমাদের নারীগণকে এবং (আমরা) আমাদের লোকগণকে এবং (তোমরা) তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ (লানত) যাচনা করি।" (সূরা আলে-ইমরান – ৬২ আয়াত)।

ইসলামী শরীয়তের এই শান্তিপূর্ণ শিক্ষানুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুগ-খলীফা ১৯৮৮ সনের ১০ই জুন ধর্ম-জগতে অন্যায় হস্তক্ষেপকারী পাকিস্তানের তদানিন্তন সামরিক জান্তা জেনারেল জিয়াউল হককে এবং বিরুদ্ধবাদী আলেমদের মোবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। ১৯৯৭ সনের প্রারম্ভে উগ্র-মৌলবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ তারিখে

জুমুআর খুতবায় তিনি পুনরায় আহমদীয়া-বিরোধী আলেমদের মোবাহালার সেই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। ১৯৮৮ সনের চ্যালেঞ্জে হুযুর (আইঃ) বিগত এক শতাব্দী ধরে আহমদীয়া-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মৌলানাদের অভিযোগগুলি উপস্থাপন করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে বলেন যে, এগুলি মিথ্যা অপবাদ। আমরা তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র দরবারে মীমাংসার জন্য পেশ করছি আর আকুতি জানাচ্ছি **"লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন"** অর্থাৎ "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক।" ১৯৯৭ সনের চ্যালেঞ্জেও তিনি উক্ত মোবাহালার চ্যালেঞ্জকে পূনর্ব্যক্ত করেন। সুতরাং যারা আহমদীদেরকে খতমে-নবুওয়তের অস্বীকারকারী, কলেমা-পরিবর্তনকারী, কাফের, পবিত্র কোরআনের মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন সাধনকারী, ইংরেজদের ইঙ্গিতে ইসলামী জেহাদ রহিতকারী, ইংরেজ রোপিত চারাগাছ, ইহুদীদের এজেন্ট ইত্যাদি মনে করে এবং যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাকে খোদা এবং খোদা'র পুত্র হবার দাবীদার, হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, শরিয়ত বাহক নবী হবার দাবীদার ইত্যাদি যা যা মনে করে — তারা তাদের অভিযোগগুলি উল্লেখ করতঃ ঘোষণা দিক যে, আমাদের এই কথাগুলো সত্য। তাই আমরা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে দোয়া করছি **"লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন"** অর্থাৎ 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত'।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও ইমাম বলেছেন, 'তারা এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করুক এবং **অভিযোগসমূহ উল্লেখপূর্বক আমার মোবাহালার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী —"লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ্য ঘোষণা দিক,** এরপর একবছর অপেক্ষায় থাকুক আর দেখুক, আল্লাহ্ কোন্ পক্ষকে আশীর্বাদ করেন আর কোন্ পক্ষকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেন !'

সম্মানিত পাঠক ! আধ্যাত্মিক জগতের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য এই "মোবাহালা"র ব্যবস্থা। **এটি দোয়ার মোকাবিলা। এটি দৈহিক কুস্তির প্রতিযোগিতাও নয়, বিতর্ক অনুষ্ঠানও নয়** । বাহাস-মোনাযারার স্তর পার হয়েই এই মোবাহালা। দীর্ঘ এক শতাব্দী বাহাস-মোনাযারা করার পর বিরুদ্ধবাদীদের সত্যের বিরোধিতায় ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করে যুগ-ইমাম মোবাহালা'র এ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। মৌলানা উবায়দুল হকের একথা অজানা থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি বাহাস, শালিস ও জামানতের কথা ব'লে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। আমরা তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকেই মোবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং আহমদীদের পিছপা হবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি দৃঢ়তার সাথে নিজ অবস্থানে থেকে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আপনার নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি উল্লেখ ক'রে সেগুলোকে সত্য ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। আমাদের খলীফা আগের থেকেই প্রথম পক্ষ হিসেবে **"লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন"** দোয়া করেছেন ও করছেন। তাঁর সাথে সারা দুনিয়ার আহমদী নর-নারী নির্বিশেষে এই দোয়া করে যাচ্ছে। আপনার উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট পন্থায় দোয়া করার এবং তা প্রকাশ করার সাথে সাথে মোবাহালা কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। পবিত্র ইসলাম আমাদেরকে যে খোদার উপাসনা করতে শেখায় তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বশক্তিমান। তিনি সর্ব স্থানে বিরাজমান। তাঁর কাছে আকুতি জানানোর জন্য দু'পক্ষের সামনা-সামনি উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয়। উভয় পক্ষ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে দোয়া করলেই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা খোদা তা জানবেন এবং তাঁর বান্দাদের পথভ্রষ্টতার কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। জীবন্ত খোদা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

অর্থ ঃ *"আর যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন বল 'নিশ্চয়ই আমি নিকটেই আছি।' আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যেন তারা সঠিক পথ লাভ করে" (সূরা বাকারা : ১৮৭)।* কুরআন শরীফে অন্যত্র বলছেন ঃ *"আমরা তাদের জীবন শিরা থেকেও অধিক নিকটে আছি।" (সূরা ক্বাফ : ১৭)।* আরেক স্থানে বলেছেন ঃ *"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো" (সূরা আল মোমেন : ৬১)।* সুতরাং এই দোয়ার মোকাবিলা করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সামনা-সামনি হবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল দায়-দায়িত্ব বুঝে অভিযোগ সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করে **"লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন"** দোয়া করা এবং পত্র-পত্রিকায়-এর ঘোষণা দেয়া। এই ঘোষণা প্রকাশ করা জনস্বার্থে আবশ্যক যেন নিরীহ জনসাধারণ বিষয়টি অবগত হয় এবং লানতের নিদর্শন প্রকাশিত হ'লে সত্য গ্রহণ করতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়াদি জনস্বার্থে বিভ্রান্তির অবসানের জন্য প্রকাশ করা হলো। একই সাথে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব ও তাঁর সমমনা মাওলানাদের কাছ থেকে আমরা সুস্পষ্ট জবাবের প্রত্যাশা করছি। তারা যেন জনস্বার্থে হেদায়াত প্রত্যাশী বান্দাদের সুবিধার্থে অতি সত্ত্বর উক্ত মোবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে গণমাধ্যমে-এর ঘোষণা প্রদান করেন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের
বর্তমান খলীফা ও ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর
পক্ষে আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

তারিখ ঃ ৪/১২/৯৭ইং

Mobahalar Punarghoshana

Bengali Version of Friday Sermon

Delivered on 10-1-1997

by

Hazrat Mirza Tahir Ahmad

Khalifatul Masih IV (atbā)

Published by

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh